জীবনপঞ্জী

১৮৬৩ — ১২ জানুয়ারি (১২৬৯ সালের ২৯ পৌষ, সোমবার) সকাল ৬টা ৩৩ মিনিট ৩৩ সেকেন্ড, কৃষ্ণাসপ্তমী, মকরসংক্রান্তিতে জন্ম। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ও মাতা ভুবনেশ্বরী দেবীর ষষ্ঠ সন্তান।

১৮৬৯— ৬-বছর বয়সে পাঠশালায় যোগদান।

১৮৭১ — ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনের নবম শ্রেণিতে (বর্তমান দ্বিতীয় শ্রেণি) যোগদান।

পাঠ্যাবস্থায় বাড়িতে থিয়েটারের দল ও ব্যায়ামাগার স্থাপন।

নবগোপাল মিত্রের ব্যায়ামাগারে যোগদান।

বক্সিং-এ পুরস্কার লাভ।

১৮৭৭— তৃতীয় শ্রেণিতে (বর্তমান অষ্টম শ্রেণি) পাঠকালে অসুস্থ-অবস্থায় পিতার নিকট রায়পুরে গমন। পিতার নিকট সঙ্গীত শিক্ষা।

১৮৭৯— কলকাতা প্রত্যাবর্তন। প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত শুরু।

১৮৮০— প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণিতে পাঠকালে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। প্রেসিডেন্সি ত্যাগ।

১৮৮১— জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইনস্টিটিউশনে পাঠকালে অধ্যাপক হেস্টির কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধির বিষয়ে সংবাদলাভ।

নভেম্বর, সুরেন মিত্রের গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাৎলাভ। ডিসেম্বর, প্রথম দক্ষিণেশ্বর গমন।

১৮৮২— জানুয়ারি, দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বর গমন।

কয়েকদিন পরে—তৃতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে।

১৮৮৪— ১৯ ফেব্রুয়ারি, অ্যাঙ্কর অ্যাণ্ড হোপ লজ-এ ফ্রি-ম্যাসন হওয়ার জন্য যোগদান।

২৫ ফেব্রুয়ারি, রাতে পিতার পরলোকগমন।

জেনারেল অ্যাসেম্বলি থেকে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

চরম আর্থিক সঙ্কট ও পারিবারিক গোলযোগ।

৫ এপ্রিল, ফ্রি-ম্যাসন টেস্টে উত্তীর্ণ।

২০ মে, মাস্টার-ম্যাসন উত্তীর্ণ।

বর্ষাকাল, শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে আর্থিক অভাবমোচনের প্রার্থনার জন্য শ্রীশ্রীকালীমায়ের নিকট তিনবার গমন কিন্তু তিনবারই লৌকিক প্রার্থনার পরিবর্তে বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান ও ভক্তির জন্য প্রার্থনা নিবেদন। শ্রীরামকৃষ্ণ-কর্তৃক পারিবারিক অভাবমোচনের আশ্বাস।

অ্যাটর্নি অফিসে কাজ ও পুস্তক অনুবাদ করে সংসারযাত্রা নির্বাহ।

১৮৮৫— এপ্রিল, শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠরোগের লক্ষণ প্রকাশ।
চিকিৎসার সুবিধার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের শ্যামপুকুরে অবস্থান। কাশীপুরে অবস্থান।

১৮৮৬— ১১ ফেব্রুয়ারি, শ্রীরামকৃষ্ণ-কর্তৃক লোকশিক্ষার চাপরাশ দান। এপ্রিল, তারক (স্বামী শিবানন্দ) ও কালীর (স্বামী অভেদানন্দ)সঙ্গে বুদ্ধগয়া পরিদর্শন।
জুন, কয়েক সপ্তাহের জন্য মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনের চাঁপাতলা-শাখায় প্রধান শিক্ষকতা।
১৬ আগস্ট, শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধি।
সেপ্টেম্বর/অক্টোবর, বরানগর মঠ স্থাপন।
ডিসেম্বর, আঁটপুরে সন্ন্যাসের সঙ্কল্প গ্রহণ।

১৮৮৭— জানুয়ারি, মুঙ্গের থেকে রাখালের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) প্রত্যাবর্তন, বরানগর মঠে যোগদান। উভয়ের আঁটপুর গমন।
তৃতীয় সপ্তাহ, বরানগর মঠে বিরজা-হোম অন্তে আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাসগ্রহণ। স্বামী বিবিদিষানন্দ নাম গ্রহণ।
গ্রীষ্মকাল, অসুস্থতা। শিমুলতলা ও বৈদ্যনাথধাম গমন।
কাশীতে শ্রীযুক্ত দ্বারকাদাসের আশ্রমে। ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয়। ত্রৈলঙ্গস্বামীকে দর্শন। কাশী দর্শনান্তে বরানগর মঠে প্রত্যাবর্তন।
কিছুদিন পরে পুনরায় কাশীতে। প্রমদাদাস মিত্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব।
কাশী হতে অযোধ্যায়, লক্ষ্ণৌ ও আগ্রায়।

১৮৮৮— আগস্ট, বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে। হরিদ্বারের পথে হাতরাস রেল স্টেশনে—শরচ্চন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ। শরচ্চন্দ্রের সঙ্গে হৃষীকেশে।
শরচ্চন্দ্রের অসুস্থতা। হাতরাস প্রত্যাবর্তন ও অসুস্থতা।
স্বামী শিবানন্দ-কর্তৃক অসুস্থ-অবস্থায় মঠে আনয়ন।

১৮৮৯— ৫ ফেব্রুয়ারি, কামারপুকুরের পথে আঁটপুরে এক সপ্তাহ যাপন (সঙ্গে শ্রীশ্রীমা ও অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণ)।
কামারপুকুর যাওয়ার পথে অসুস্থতা। প্রত্যাবর্তন।
গ্রীষ্মকালে, শিমুলতলা। উদরাময়ে পীড়িত—কলকাতা প্রত্যাবর্তন।
ডিসেম্বরের শেষে বৈদ্যনাথধাম যাত্রা।
স্বামী যোগানন্দ জলবসন্তে আক্রান্ত সংবাদ পেয়ে বৈদ্যনাথধাম থেকে এলাহাবাদ যাত্রা।

১৮৯০— ২২ জানুয়ারি, গাজিপুরে উপস্থিতি। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গৃহে অবস্থান।
ফেব্রুয়ারি, প্রথম সপ্তাহ, পওহারীবাবার সান্নিধ্যলাভ।
মিস্টার রস, কর্নেল রিভেট কার্নাকের সঙ্গে পরিচয়।

রাজযোগ শিক্ষার জন্য পওহারীবাবার শিষ্যত্ব গ্রহণের পূর্বরাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-মূর্তি দর্শন। শিষ্যত্ব গ্রহণের সঙ্কল্প ত্যাগ।

এপ্রিলের শুরুতে কাশী প্রত্যাগমন।

১৩ এপ্রিল, বলরাম বসুর মৃত্যু।

কলকাতা প্রত্যাবর্তন।

২৫ মে, সুরেন মিত্রের মৃত্যু। মঠ সংরক্ষণে আর্থিক সমস্যা। গিরিশচন্দ্র, মাস্টারমশায় (শ্রীম) প্রভৃতির সাহায্যের প্রতিশ্রুতি।

জুলাই, প্রব্রজ্যার সঙ্কল্প। ঘুসুড়ির বাসায় শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আশীর্বাদলাভ।

বছরের মাঝামাঝি মঠ ত্যাগ। প্রব্রজ্যার পথে, সঙ্গে স্বামী অখণ্ডানন্দ।

আগস্ট, ভাগলপুরে। মন্মথনাথ চৌধুরীর আতিথ্যগ্রহণ। সাত দিন অবস্থান। কুমার নিত্যানন্দ সিংহের সঙ্গে পরিচয়। বৈদ্যনাথধামে একদিন। রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে পরিচয়। অতঃপর গাজিপুর, তৎপরে কাশীতে প্রমদাবাবুর আতিথ্যগ্রহণ। স্বামী অখণ্ডানন্দের পীড়াপীড়িতে অযোধ্যায়।

মহান্ত জানকীবর শরণের সঙ্গে পরিচয়ে আনন্দলাভ। নৈনিতাল। রমাপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের আতিথ্যগ্রহণ। ছয় দিন অবস্থান, আলমোড়ার পথে অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় নববোধিলাভ।

আলমোড়ায় উপস্থিতি। অম্বা দত্তের বাগানে অপেক্ষারত। স্বামী অখণ্ডানন্দ-কর্তৃক স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী কৃপানন্দকে সংবাদ দান। লালা বদ্রী শা-র গৃহে গমন ও তৎ-কর্তৃক সাদর অভ্যর্থনা। শ্রীকৃষ্ণ যোশীর সঙ্গে সন্ন্যাস-বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা। ভগ্নীর আত্মহত্যার সংবাদপ্রাপ্তি।

৫ সেপ্টেম্বর, বদ্রীনারায়ণের পথে আলমোড়া ত্যাগ—সঙ্গে স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী কৃপানন্দ।

কর্ণপ্রয়াগে তিন দিন অবস্থান।

বদরিকা আশ্রমের পথে স্বামী অখণ্ডানন্দের অসুস্থতা। আশ্রমের পথ দুর্ভিক্ষের জন্য বন্ধ। শ্রীনগরের পথে।

রুদ্রপ্রয়াগ। বাঙালি সাধু স্বামী পূর্ণানন্দের সঙ্গে পরিচয়। জ্বরাক্রান্ত। বদ্রীদেব যোশীর কবিরাজী চিকিৎসায় কিঞ্চিৎ সুস্থ। আলমোড়া থেকে ১২০ মাইল পদব্রজে আসার পর রুদ্রপ্রয়াগে ডান্ডিগ্রহণ।

শ্রীনগরে উপস্থিতি। অলকানন্দার তীরবর্তী কুটিরে একমাস অবস্থান।

টিহিরিতে উপস্থিতি। গঙ্গাতীরবর্তী কুটিরে পনেরো-কুড়ি দিন অবস্থান।

রাজপুর, স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

দেরাদুন। নবনির্মিত অসম্পূর্ণ এক গৃহে আশ্রয়লাভ। সহপাঠী খ্রিস্টান বন্ধু, স্কুলশিক্ষক হৃদয়বাবুর গৃহে অসুস্থ স্বামী অখণ্ডানন্দের থাকার ব্যবস্থা, কিন্তু অখণ্ডানন্দের আপত্তিতে পণ্ডিত আনন্দ নারায়ণের গৃহে থাকার ব্যবস্থা। প্রায় তিন সপ্তাহ অবস্থান। হৃষীকেশের পথে। চণ্ডেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের

কাছে পর্ণকুটির নির্মাণ করে স্বয়ং ও গুরুভ্রাতাদের অবস্থান। প্রবল জ্বরে ও ডিপথিরিয়ায় আক্রান্ত—নাড়ি লোপ। মৃত মনে করে গুরুভ্রাতাদের বিলাপ। অনাহূত সাধুর চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ। গুরুভ্রাতাদের সঙ্গত্যাগ। হরিদ্বারে উপস্থিতি। কনখলে অবস্থিত স্বামী ব্রহ্মানন্দের আগমন ও সাক্ষাৎ। অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের উপস্থিতি।

সাহারানপুর। বন্ধুবিহারী চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে অবস্থান।

নভেম্বর (আনুমানিক দ্বিতীয় সপ্তাহ), মীরাটে ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষের গৃহে স্বামী অখণ্ডানন্দের সঙ্গে মিলন (অন্যমতে, ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে)। দুই সপ্তাহ পরে, শেঠজীর বাগানবাড়িতে সকলের সঙ্গে অবস্থান। স্বামী অদ্বৈতানন্দের আগমন। আফগানিস্থানের আমীর আবদার রহমনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

১৮৯১— জানুয়ারির শেষে সকলের সঙ্গ পরিত্যাগ করে একক যাত্রা।

দিল্লীতে উপস্থিতি। স্বামী বিবিদিষানন্দ নামে পরিচিতি।

পনেরো দিন পরে, মীরাট থেকে আগত গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও অনুসরণ না করার নির্দেশ।

ফেব্রুয়ারির প্রথম ভাগ, আলোয়ারে উপস্থিতি। ডাক্তার গুরুচরণ নস্করের সঙ্গে পরিচয়। বাজারের একখানি ঘরে স্থানলাভ। হাইস্কুলের উর্দু ও পারসিক ভাষার মৌলবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। আলোয়ারের দেওয়ান রাজচন্দ্রজীর সঙ্গে পরিচয়—তাঁর মাধ্যমে মহারাজার সঙ্গে পরিচয়। দেওয়ানের কাছে শর্তসাপেক্ষে অবস্থানে সম্মতি (শর্ত : যেসব গরিব-দুঃখী সাক্ষাতের জন্য আসবে সকলের প্রবেশাধিকার)।

২৮ মার্চ, আলোয়ার পরিত্যাগ। পাণ্ডুপোলে উপস্থিতি।

২৯ মার্চ, টাহলা গ্রামে উপস্থিতি। নীলকণ্ঠমন্দির-পার্শ্বে রাত্রিযাপন।

৩০ মার্চ, নারায়ণী গ্রামে উপস্থিতি। বসওয়া গ্রাম থেকে জয়পুর।

পরিব্রাজকরূপে প্রথম ফটো গৃহীত।

জয়পুরে দুই সপ্তাহ অবস্থানকালে পণ্ডিতের নিকট পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী শিক্ষাপ্রয়াস। পণ্ডিতের ব্যর্থতা। স্বয়ং অধ্যায়ের পর অধ্যায় শিক্ষা। জয়পুরের প্রধান সেনাপতি হরি সিংহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা।

আজমীরে উপস্থিতি।

১৪ এপ্রিল, আজমীর ত্যাগ করে আবু পর্বতে উপস্থিতি।

আবু পর্বতে প্রথমে পর্বত গুহায় ও পরে উকিল সাহেবের বাংলোয় অবস্থান। মুন্সী জগমোহনের সঙ্গে পরিচয়। কোটার উকিল শ্রীযুক্ত মহারাও এবং ঐ রাজ্যের মন্ত্রী ঠাকুর ফতে সিংহের সঙ্গে পরিচয়।

৪ জুন, আবু পর্বতের গ্রীষ্ম-প্রাসাদে খেতড়িরাজ অজিত সিংহের সঙ্গে পরিচয়। ৬,১১,১৫,২২,২৩ জুন, খেতড়িপ্রাসাদে খেতড়ি মহারাজার

সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা।

২৪ জুন, প্রাসাদে খেতড়িরাজের সঙ্গে শাস্ত্র-বিষয়ে আলাপ ও ভোজন এবং পরে সেখানে জলেশ্বরের ঠাকুর মুকুন্দ সিং ও আর্যসমাজী হরবিলাস সর্দা-র সঙ্গে পরিচয়।

৪,৬,৮,৯,১১,১৪,১৭,১৮ জুলাই, খেতড়িপ্রাসাদে মধ্যাহ্ন-আহার ও রাজার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা।

১৮ জুলাই, খেতড়িরাজ-আয়োজিত সঙ্গীত-আসরে উপস্থিতি। অন্যান্যদের মধ্যে রাঠোরের ঠাকুর ফতে সিংজী, জলেশ্বরের ঠাকুর মুকুন্দ সিংজী চৌহান, জামনগরের মানসিংহজী প্রভৃতির উপস্থিতি।

২৪ জুলাই, খেতড়ি মহারাজার সঙ্গে খেতড়ির পথে।

২৫ জুলাই, জয়পুরে উপস্থিতি।

৩ আগস্ট, জয়পুর ত্যাগ—খৈরথলে রাত্রিযাপন।

৪ আগস্ট, কোটে উপস্থিতি।

৭ আগস্ট, সকালে খেতড়িতে আগমন।

৪ অক্টোবর, নবরাত্রি, উৎসবের দিন খেতড়িরাজের সঙ্গে অশ্বারোহণে জীনমাতার মন্দির দর্শনমানসে শিকর রাজ্য অভিমুখে যাত্রা।

৬ অক্টোবর, শিকরে উপস্থিতি।

শিকরের মহারাজা মাধো সিংজী ও খেতড়িরাজের সঙ্গে জীনমাতার মন্দির দর্শন।

১০ অক্টোবর, খেতড়ির উদ্দেশে শিকর পরিত্যাগ।

১১ অক্টোবর, খেতড়িতে উপস্থিতি।

১২ অক্টোবর, দশেরা উৎসবে যোগদান।

খেতড়িতে অবস্থানকালে পণ্ডিত নারায়ণদাসের কাছে পাতঞ্জল মহাভাষ্যের পাঠগ্রহণ।

২৭ অক্টোবর (মতান্তরে পরদিন), খেতড়ি পরিত্যাগ করে আজমীর যাত্রা।

তিন-চার দিন হরবিলাস সর্দা-র পরে শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মার আতিথ্যগ্রহণ। আনুমানিক তিন সপ্তাহ আজমীরে অবস্থান।

গুজরাট যাত্রা।

আমেদাবাদে কয়েকদিন ভিক্ষান্নে জীবনধারণ, পরে লাল শঙ্কর উমিয়া শঙ্করের আতিথ্যগ্রহণ।

ওয়াধওয়ান (কাথিয়াবাড়)।

কয়েকদিন অবস্থানের পর লিমড়ি। পথে পথে ভিক্ষান্নে প্রাণধারণ। সাধুদের আশ্রয়ে বিপদ—এক বালক ভক্তের সাহায্যে লিমড়ি-রাজ ঠাকুর সাহেবের কাছে সংবাদ প্রেরণ—ঠাকুর সাহেব-কর্তৃক উদ্ধার—প্রাসাদে বাসের আমন্ত্রণ গ্রহণ। পাণ্ডিত্য দর্শনে পাশ্চাত্যগমনের জন্য ঠাকুর সাহেবের প্রস্তাব।

ঠাকুর সাহেবের পরিচিতিপত্র নিয়ে জুনাগড় যাত্রা। পথে ভাবনগর ও সিহোর দর্শন।
জুনাগড় রাজ্যের দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাস দেশাইয়ের আতিথ্যগ্রহণ। গির্ণার। গোরখনাথ দর্শন। নির্জন পর্বতগুহায় কয়েকদিন যাপন।
জুনাগড় প্রত্যাবর্তন। পরিচিতিপত্র নিয়ে ভুজে উপস্থিতি—দেওয়ানের আবাসে অবস্থান।
জুনাগড় প্রত্যাবর্তন। ভেরাওয়াল ও পাটনা সোমনাথ (প্রভাস) দর্শন। প্রভাসে কচ্ছের মহারাজার সঙ্গে ধর্মবিষয়ে আলোচনা।
জুনাগড় প্রত্যাবর্তন।
পোরবন্দর গমন। দেওয়ান শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গের অভ্যর্থনা। বিদেশ গমনের জন্য অনুরোধ। সুদামা-মন্দির পরিদর্শন। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ—ত্রিগুণাতীতের হিংলাজ গমনের জন্য আর্থিক ব্যবস্থা।
পোরবন্দর ত্যাগ করে দ্বারকা গমন। শঙ্করাচার্য-প্রতিষ্ঠিত সারদামঠ দর্শন।
বেট দ্বারকা গমন।
কচ্ছের মহারাজার আমন্ত্রণে মাণ্ডবীতে।
নারায়ণ সরোবর গমন।
আশাপুরী গমন।
মাণ্ডবী প্রত্যাবর্তন। স্বামী অখণ্ডানন্দের সঙ্গে মিলন।
ভুজে। পরদিন স্বামী অখণ্ডানন্দের আগমন।
পুনরায় মাণ্ডবীতে। পক্ষকাল অবস্থান।
পোরবন্দরে। দেওয়ান শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গের গৃহে অবস্থান। এক সপ্তাহ পরে স্বামী অখণ্ডানন্দের আগমন।
একাকী জুনাগড় প্রত্যাবর্তন।
পলিটানায়।
নড়িয়াদ। দেওয়ানের গৃহে অবস্থান।
বরোদা গমন।
গ্রন্থাগার ও রবিবর্মার চিত্রকলা দর্শন।
বরোদা রাজ্যের মন্ত্রী বাহাদুর মণিভাই জে-র গৃহে অবস্থান।

১৮৯২ — এপ্রিল/মে, মহাবালেশ্বর। ঠাকুর সাহেব যশোবন্ত সিংজীর গৃহে অবস্থান।
১ / ২ মে, ঠাকুর সাহেবের সঙ্গে পুনর্জন্মবাদ বিষয়ে আলোচনা।
৯-১১ মে, ঠাকুর সাহেবের সঙ্গে আলোচনা।
১৮ মে, ঠাকুর সাহেবের সঙ্গে অধর্ম ও পাপবাদ বিষয়ে আলোচনা।
২৩ ও ২৫ মে, ঠাকুর সাহেবের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা।
পুনরায় স্বামী অভেদানন্দের আগমন।
জুন, পুনায়। সঙ্গে ঠাকুর সাহেব। এল্লাপা বলরামের আতিথ্য।
শেষাংশে, খাণ্ডোয়ায় (মধ্যপ্রদেশ)। স্থানীয় ব্যবহারজীবী হরিদাস

চট্টোপাধ্যায়ের আতিথ্যগ্রহণ। প্রায় তিন সপ্তাহ অবস্থান।

ইন্দোরে। জুনাগড়ের দেওয়ানের বন্ধু বেদেরকার-এর আতিথ্য।

অহল্যাবাঈয়ের ছত্রীদর্শন।

পুনরায় খাণ্ডোয়ায়। অক্ষয়কুমার ঘোষের সঙ্গে পরিচয়।

বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে যোগদানের সঙ্কল্প।

জুলাই, শেষ সপ্তাহ,বোম্বাইয়ে উপস্থিতি। রামদাস ছবিলদাসের আতিথ্যগ্রহণ। দুই মাস অবস্থান।

কানহেরি গুহা দর্শন।

দাক্ষিণাত্যের পথে পুনায়। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে ভিক্টোরিয়া টারমিনাস-এ (বোম্বাই)পরিচয়। একসঙ্গে রেলভ্রমণ ও তাঁর আতিথ্যগ্রহণ। ডেকান ক্লাবে (পুনা) আলোচনায় অংশগ্রহণ।

কোলহাপুরে। মহারাজার আতিথ্যগ্রহণ। রানির অনুরোধে নতুন গৈরিকবস্ত্র গ্রহণ।

১৫ অক্টোবর (আনুমানিক), বেলগাঁও। মহারাষ্ট্রীয় ভদ্রলোক মিস্টার ভাটের গৃহে আতিথ্যগ্রহণ।

১৮ অক্টোবর, হরিপদ মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ। তাঁর অনুরোধে এবং ভাটের সম্মতিতে হরিপদ মিত্রের গৃহে অবস্থান। হরিপদকে মহাসম্মেলনে যাওয়ার সঙ্কল্প জ্ঞাপন।

স্বামী সচ্চিদানন্দ নাম গ্রহণ।

অক্টোবরের শেষে, মাড়গাঁওয়ে উপস্থিতি। তিন দিন রাচোল সেমিনারিতে অবস্থান ও সুব্রায়া নায়েকের আতিথ্যগ্রহণ।

ট্রেনে ধারওয়ার।

ব্যাঙ্গালোর। মিউনিসিপ্যাল মেডিক্যাল অফিসার ডাক্তার পি.পল্পুর আতিথ্যগ্রহণ। দেওয়ান স্যার শেষাদ্রি আয়ারের সঙ্গে পরিচয় এবং তাঁর আতিথ্যগ্রহণ। মহীশূর রাজদরবারে। মহারাজার সঙ্গে পরিচয় ও প্রাসাদে অবস্থান। আবদুর রহমানের সঙ্গে পরিচয়। কোরান সম্পর্কিত প্রশ্নের মীমাংসা। বিদেশ গমনের সঙ্কল্প জ্ঞাপন। ত্রিচুর। পথে শিক্ষা বিভাগের অফিসার ডি.এ. সুব্রহ্মণ্য আয়ারের আবাসে আতিথ্যলাভ। আয়ার মারফত জেলা হাসপাতালের ডাক্তার ডি. সুজার সঙ্গে পরিচয়। ক্রাঙ্গানোর। অশ্বত্থগাছের তলায় অবস্থানকালে দুই যুবরাজের সঙ্গে ধর্ম-আলোচনা। রাজপ্রাসাদের মহিলাদের আগমন—সংস্কৃতে আলোচনা। ডিসেম্বরের প্রথম দিকে, কোচিনের এর্নাকুলামে। কেরালার নারায়ণগুরু চট্টম্বি স্বামীর সঙ্গে পরিচয়।

১৩ ডিসেম্বর, ত্রিবান্দ্রমে উপস্থিতি। ত্রিবাঙ্কুর রাজপরিবারের গৃহশিক্ষক সুন্দররাম আয়ারের গৃহে অবস্থান। অধ্যাপক রঙ্গাচারিয়ার সঙ্গে পরিচয়।

১৪ ডিসেম্বর, যুবরাজ মার্তণ্ড বর্মার সঙ্গে পরিচয়।

১৬ /১৭ ডিসেম্বর, মাদ্রাজের ডেপুটি অ্যাকাউনট্যান্ট জেনারেল মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ।
২২ ডিসেম্বর, ত্রিবান্দ্রম ত্যাগ। নাগরাকোলে রত্নস্বামী আয়ারের আতিথ্যগ্রহণ। ডিসেম্বরের শেষে, কন্যাকুমারিকায় সমুদ্র-শিলাখণ্ডের উপর ধ্যান। নববোধিলাভ। পদব্রজে রামেশ্বর যাওয়ার পথে মাদুরায় রামনাদের রাজা ভাস্কর সেতুপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ। রাজা-কর্তৃক ধর্ম-মহাসম্মেলনে যাওয়ার জন্য অনুরোধ ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি।
রামেশ্বরে উপস্থিতি।

১৮৯৩— জানুয়ারি, মাদ্রাজে উপস্থিতি ও সেন্ট থোমে ডেপুটি অ্যাকাউনট্যান্ট জেনারেল মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের বীচ রোডের 'রমত বাগ' বাংলোয় অবস্থান। মাদ্রাজ ট্রিপলিকেন লিটারারি সোসাইটিতে বক্তৃতা। মাদ্রাজে শিক্ষিত যুবকগণের কাছে পাশ্চাত্যগমনের পরিকল্পনা প্রকাশ। যুবকগণ-কর্তৃক পাথেয় হিসাবে পাঁচশো টাকা সংগ্রহ।
১০ ফেব্রুয়ারি, হায়দরাবাদে উপস্থিতি ও মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের আতিথ্যগ্রহণ।
১২ ফেব্রুয়ারি, হায়দরাধিপতি-শ্যালক নবাব বাহাদুর স্যার খুরশিদ জা-র সঙ্গে সাক্ষাৎ—পাশ্চাত্যগমন সম্পর্কে আলোচনা। নবাব-কর্তৃক এক হাজার টাকা দানের প্রতিশ্রুতি।
১৩ ফেব্রুয়ারি সকালে, নিজামের প্রধানমন্ত্রী আসমান জা-র সঙ্গে সাক্ষাৎকার। বিকেলে, মহবুব কলেজে বক্তৃতা। বিষয় : 'আমার পাশ্চাত্যগমনের উদ্দেশ্য'।
১৪ ফেব্রুয়ারি, বেগম বাজারের বণিকদের আগমন ও অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দান।
থিয়সফিক্যাল সোসাইটি ও সংস্কৃত ধর্ম মণ্ডলের কিছু সদস্যের আগমন।
১৫ ফেব্রুয়ারি, পুনা পরিদর্শনের জন্য সেখানকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ কিন্তু সেই সময় যাওয়া সম্ভব নয় এই সংবাদ জ্ঞাপন।
১৬ ফেব্রুয়ারি, হিন্দুমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, বাবা সরাফউদ্দীনের কবর এবং সালারজঙ্গের প্রাসাদ পরিদর্শন।
১৭ ফেব্রুয়ারি, হায়দরাবাদ পরিত্যাগ—বিদায় জানাবার জন্য সহস্রাধিক লোকের স্টেশনে উপস্থিতি।
মাদ্রাজে উপস্থিতি। ধর্মালোচনায় ও বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনায় অংশগ্রহণ।
মার্চ/এপ্রিল, মাদ্রাজী ভক্তগণ-কর্তৃক পাশ্চাত্যগমনের ব্যবস্থাপনার জন্য অর্থসংগ্রহ। একান্ত ভক্ত আলাসিঙ্গা পেরুমলের নেতৃত্বে শিষ্যগণের দ্বারে দ্বারে অর্থভিক্ষা। অর্থ-সংগ্রহকারীদের প্রতি নির্দেশ : পাশ্চাত্যগমন যদি মায়ের ইচ্ছা হয় তাহলে তার জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থসংগ্রহ করতে হবে কারণ আমি জনসাধারণ এবং দরিদ্রের জন্যই পাশ্চাত্যে যাচ্ছি।

থিয়সফিক্যাল সোসাইটির প্রধান কার্যালয়ে বক্তৃতা।
পাশ্চাত্যগমনে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর অনুমতিপত্র লাভ।
এপ্রিল, দ্বিতীয় সপ্তাহ, মুন্সী জগমোহন লালের মাদ্রাজে উপস্থিতি এবং খেতড়ি যাওয়ার জন্য মহারাজের অনুরোধ জ্ঞাপন।
খেতড়ির পথে বোম্বাইয়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ।
কালীপদ ঘোষের আতিথ্যগ্রহণ।
ভাপিন্‌গানা ও জয়পুরে যাত্রাবিরতি।
২১ এপ্রিল, খেতড়িতে উপস্থিতি ও মহারাজার পুত্রসন্তান-লাভের উৎসবে যোগদান। মহারাজার অনুরোধে এতাবৎকাল ব্যবহৃত 'স্বামী সচ্চিদানন্দ' নামের পরিবর্তে 'স্বামী বিবেকানন্দ' নাম গ্রহণ।
১০ মে, খেতড়ি পরিত্যাগ।
আবু রোডে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে মিলন। তুরীয়ানন্দকে মঠে ফিরে যাওয়ার জন্য নির্দেশ। 'হরি ভাই, আমি এখনও তোমাদের তথাকথিত ধর্মের কিছুই বুঝি না। কিন্তু আমার হৃদয় খুব বেড়ে গেছে এবং আমি অপরের ব্যথায় ব্যথা বোধ করতে শিখেছি। বিশ্বাস করো,আমার তীব্র দুঃখবোধ জেগেছে !'
৩১ মে,'পেনিনসুলার' জাহাজে বোম্বাই থেকে বিদেশ যাত্রা।
জুন, কলম্বোয় উপস্থিতি। শহর পরিদর্শন।
পেনাঙে (মালয়) উপস্থিতি।
সিঙ্গাপুরে উপস্থিতি। মিউজিয়াম ও বোটানিক্যাল গার্ডেন দর্শন।
হংকং-এ উপস্থিতি। তিন দিনের যাত্রা বিরতির সুযোগে ক্যান্টন পরিদর্শন। কয়েকটি মন্দির দর্শন। বৌদ্ধমঠ পরিদর্শনের ইচ্ছা। কিন্তু বিদেশিদের নিকট মঠ-প্রবেশ নিষিদ্ধ। অদম্য ইচ্ছায় বৌদ্ধমঠে প্রবেশ এবং মারমুখী সন্ন্যাসীদের সম্মুখে উচ্চকণ্ঠে নিজেকে 'ভারতীয় যোগী' রূপে পরিচয় দেওয়ায় অবস্থার পরিবর্তন এবং মঠ পরিদর্শন।
নাগাসাকির পথে।
জুলাই, জাপান দেখার অভিপ্রায়ে কোবে-তে জাহাজ ত্যাগ করে স্থলপথে ইয়োকোহামায় উপস্থিতি। ওসাকা, কিয়োটো এবং টোকিও দর্শন।
১৪ জুলাই, 'এমপ্রেস অব ইন্ডিয়া' জাহাজে ইয়োকোহামা পরিত্যাগ করে ভ্যাঙ্কুবারের পথে।
২৫ জুলাই, সন্ধ্যা সাতটায় ভ্যাঙ্কুবারে আগমন ।
৩০ জুলাই, রাত সাড়ে দশটায় শিকাগো নগরে উপস্থিতি।
শিকাগো ধর্মমহাসভায় প্রতিনিধিত্ব করার নানাবিধ অসুবিধা ও অনিশ্চয়তা।
আগস্ট, দ্বিতীয় সপ্তাহ, খরচের জন্য এবং ধর্মমহাসম্মেলনে যোগদানের অনিশ্চয়তার জন্য অপেক্ষাকৃত সুলভে জীবনযাত্রা নির্বাহের উদ্দেশ্যে বোস্টন যাত্রা। ট্রেনে শ্রীমতী ক্যাথেরিন এবট স্যানবর্নের সঙ্গে পরিচয়।

'ব্রিজি মেডোজ'–এ শ্রীমতী স্যানবর্নের আতিথ্যগ্রহণ।

২২ আগস্ট, সারবোর্ন রিফরমেটারি ফর উইমেনে বক্তৃতা। বিষয় : 'ভারতের রীতিনীতি ও জীবনযাত্রা প্রণালী'।

২৪ আগস্ট, শ্রীমতী স্যানবর্নের ভ্রাতা এফ. বি. স্যানবর্নের সঙ্গে বোস্টনে অবস্থান।

২৫ আগস্ট, অ্যানিস্কোয়াম (ম্যাসাচুসেটস)–এ মিস্টার হেনরি রাইটের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

২৬–২৭ আগস্ট, হেনরি রাইটের আতিথ্যগ্রহণ।

হেনরি রাইটের নিকট পরিচয়পত্র–লাভ ও ধর্মমহাসম্মেলনে যোগদানের ব্যবস্থা। অ্যানিস্কোয়াম চার্চে বক্তৃতা।

২৮ আগস্ট, অ্যানিস্কোয়াম পরিত্যাগ করে সালেমে। 'থট অ্যান্ড ওয়ার্ক ক্লাবে'র উদ্যোগে ওয়েসলি চ্যাপেলে বক্তৃতা। বিষয় : 'হিন্দুধর্ম ও হিন্দুপ্রথা'।

ধর্মযাজকদের সঙ্গে প্রথম সঙ্ঘাত।

বিদুষী সাহিত্যিক শ্রীমতী কেট ট্যানাট উডস–এর গৃহে এক সপ্তাহের জন্য আতিথ্যগ্রহণ।

২৯ আগস্ট, শ্রীমতী উডস–এর উদ্যানে বালক–বালিকাদের সামনে 'ভারতীয় বালক–বালিকাদের জীবনরীতি, ক্রীড়াকৌতুক, বিদ্যাশিক্ষা' ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা।

৩ সেপ্টেম্বর, ইস্ট চার্চ (সালেম)–এ বক্তৃতা। বিষয় : 'ভারতের ধর্ম ও দরিদ্র স্বদেশবাসী'।

৪ সেপ্টেম্বর, সারাটোগা স্প্রিংস–এর উদ্দেশে সালেম পরিত্যাগ।

৫ সেপ্টেম্বর, আমেরিকান সোস্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনে বক্তৃতা। বিষয় : 'ভারতে মুসলিম শাসন'।

৬ সেপ্টেম্বর সকালে, সোস্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনে বক্তৃতা। বিষয়: 'ভারতে রৌপ্যের ব্যবহার'।

সন্ধ্যায়, উপরোক্ত সম্মেলনে আলোচনা।

৮ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায়, ট্রেনে শিকাগো যাত্রা।

৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায়, শিকাগোয় আগমন—স্টেশনে মাল রাখার জায়গায় একটা খালি বাক্সের (মতান্তরে মালগাড়িতে) মধ্যে রাত্রিযাপন।

১০ সেপ্টেম্বর সকালে, শিকাগোর পথে ভিক্ষায়। শ্রীমতী জর্জ হেলের গৃহের অদূরে প্রায় অবসন্ন অবস্থায় অবস্থান। শ্রীমতী হেল–কর্তৃক নিজগৃহে স্থানদান। মিস্টার জন বি. লায়নের ২৬২ মিশিগান এভিনিউর বাড়িতে আতিথ্যগ্রহণ।

১১ সেপ্টেম্বর, ধর্মমহাসভা শুরু। বৈকালিক অধিবেশনে ভাষণ—'সম্বোধন বাক্য' (আমেরিকার ভগিনী ও ভ্রাতৃগণ) উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বিপুল অভিনন্দন। সন্ধ্যায়, শ্রী ও শ্রীমতী বার্লেটের গৃহে মিস্টার জে. এইচ.

ব্যারোজ–কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলনের প্রতিনিধিদের সম্বর্ধনাসভায়।

১২ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায়, চার্লস সি. বনি আয়োজিত সম্বর্ধনাসভায়।

১৪ সেপ্টেম্বর, শ্রীমতী পটার পামার আয়োজিত প্রীতিসম্মেলনে সংক্ষিপ্ত ভাষণ। বিষয় : 'ভারতীয় নারীসমাজ'।

১৫ সেপ্টেম্বর, ধর্মমহাসভায় ভাষণ।

১৯ সেপ্টেম্বর, ধর্মমহাসভায় 'হিন্দুইজম' (হিন্দুধর্ম) শিরোনামে প্রবন্ধ পাঠ।

২০ সেপ্টেম্বর সকালে, ধর্মমহাসভায় ভাষণ—খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকদের কার্যকলাপ বিষয়ে।

২২সেপ্টেম্বর সকালে, বিজ্ঞান বিভাগে বক্তৃতা। বিষয়:'শাস্ত্রনিষ্ঠ হিন্দুধর্ম এবং বেদান্তদর্শন'।

বিকালে, বিজ্ঞান বিভাগে বক্তৃতা। বিষয় : 'ভারতে বর্তমান ধর্মসমূহ'।

সন্ধ্যায়, আর্ট ইনস্টিটিউটের ৭নং কক্ষে শ্রীমতী পটার পামার আয়োজিত বিশেষ অধিবেশনে 'প্রাচ্য ধর্মে নারী' সম্পর্কে আলোচনা।

২৩ সেপ্টেম্বর, 'ইউনিভার্সাল রিলিজিয়াস ইউনিটি কংগ্রেস' (ধর্ম–মহাসম্মেলনের সঙ্গে সংযুক্ত)–এ বক্তৃতা।

২৪ সেপ্টেম্বর, (ধর্মসম্মেলনের বাইরে)শিকাগোর 'তৃতীয় ইউনিটেরিয়ান চার্চে' বক্তৃতা। বিষয় : 'দি লাভ অব গড' (ঈশ্বরপ্রেম)।

২৫ সেপ্টেম্বর, বিজ্ঞান বিভাগে বক্তৃতা : 'হিন্দুধর্মের সারাংশ'।

২৬ সেপ্টেম্বর, বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে আলোচনা–সভায় বক্তৃতা।

২৭ সেপ্টেম্বর, সমাপ্তি অধিবেশনে ভাষণ।

৩০ সেপ্টেম্বর, ইভনস্টন নগরে তিনটি বক্তৃতার প্রথমটি : 'হিন্দু অলট্রুইজম' (হিন্দুদের পরমতে শ্রদ্ধা)।

৩ অক্টোবর, দ্বিতীয় বক্তৃতা : 'মনিজম' (অদ্বৈতবাদ)।

৫ অক্টোবর, তৃতীয় বক্তৃতা : 'রিইনকারনেশন'(পুনর্জন্মবাদ)।

৭ অক্টোবর, স্ট্রিয়াটর–এর 'প্লাম্ব অপেরা হাউস'–এ বক্তৃতা : 'ভারতের রীতিনীতি'।

৯ অক্টোবর, স্টিয়াটর থেকে শিকাগোয় প্রত্যাবর্তন। হেল পরিবারে অবস্থান। শিকাগো ও নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহে বক্তৃতা।

২৭ অক্টোবর, 'ফর্টনাইটলি অব শিকাগো'য় (বা লেডিজ ফর্টনাইটলি ক্লাব–এ) বক্তৃতা : 'বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস'।

সম্ভবত এই সময় 'স্লেটন লাইসিয়াম লেকচার ব্যুরো'র সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন।

২০ নভেম্বর, শিকাগো ত্যাগ। ম্যাডিসনে উপস্থিতি ও সন্ধ্যায় বক্তৃতা।

২১ নভেম্বর, মিনিয়াপোলিসে উপস্থিতি।

২৪ নভেম্বর সন্ধ্যায়, মিনিয়াপোলিসে 'প্রথম ইউনিটেরিয়ান চার্চে' বক্তৃতা: 'হিন্দুধর্ম'।

২৬ নভেম্বর, পূর্বোক্ত স্থানে বক্তৃতা : 'ভারতের ধর্মসমূহ'।

২৭ নভেম্বর, ডিময়েন–এ (আইওয়া স্টেটে) বক্তৃতা। বিষয় : 'হিন্দুধর্ম' এবং প্রীতিসম্মেলনে আলোচনা—বিষয় : 'ভারতের রীতিনীতি'।

২৮ নভেম্বর, ডিময়েন–এ খ্রিস্টান চার্চ–এ বক্তৃতা : 'পুনর্জন্ম'।

১৮৯৪ — ১৩ জানুয়ারি, নাইনটিন্‌থ সেঞ্চুরি ক্লাবের আমন্ত্রণে মেমফিস–এ উপস্থিতি। সন্ধ্যায় শ্রীমতী এস.আর.শেফার্ড–আয়োজিত সম্বর্ধনাসভায়।

১৪ জানুয়ারি, মেমফিস কমার্শিয়াল–এর সংবাদদাতা–কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহণ।

১৫ জানুয়ারি, নাইনটিন্‌থ সেঞ্চুরি ক্লাবে বক্তৃতা ও পরে সম্বর্ধনা।

১৬ জানুয়ারি, অডিটোরিয়াম–এ বক্তৃতা : 'হিন্দুধর্ম'।

১৭ জানুয়ারি, উইমেনস কাউন্সিলের সভায় বক্তৃতা : 'মানুষের ভাগ্য'।

১৯ জানুয়ারি, লা স্যালিট অ্যাকাডেমিতে বক্তৃতা : 'পুনর্জন্ম'।

২০ জানুয়ারি, উপরোক্ত স্থানে বক্তৃতা : 'ভারতের রীতিনীতি'।

২১ জানুয়ারি, একই স্থানে আলোচনাসভায় বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দান। ইয়ং মেনস হিব্রু অ্যাসোসিয়েশন হল–এ বক্তৃতা। বিষয় : 'তুলনামূলক ঈশ্বরতত্ত্ব'।

২২ জানুয়ারি, শিকাগোর উদ্দেশে মেমফিস ত্যাগ।

২৫ জানুয়ারি সন্ধ্যায়, শিকাগোয় বক্তৃতা।

১২ ফেব্রুয়ারি, ডেট্রয়েটের উদ্দেশে শিকাগো পরিত্যাগ।

রাত্রি একটায় (ইংরেজি মতে ১৩ ফেব্রুয়ারি) ডেট্রয়েটে উপস্থিতি। স্টেশনে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ–কর্তৃক সাদর অভ্যর্থনা ও মিসেস জন. জে. ব্যাগলি–কর্তৃক স্বগৃহে নীত।

১৩ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায়, মিসেস ব্যাগলি–আয়োজিত –সম্বর্ধনাসভায়।

১৪ ফেব্রুয়ারি ইউনিটেরিয়ান চার্চে বক্তৃতা : 'ভারতীয় রীতিনীতি'। মিশনারি ডবল্লিউ.এক্স. নিন্ডের সঙ্গে সঙ্ঘাত।

১৭ ফেব্রুয়ারি, ইউনিটেরিয়ান চার্চে বক্তৃতা। বিষয় : 'মানুষের দেবত্ব'।

২০ ফেব্রুয়ারি, ইউনিটেরিয়ান চার্চে বক্তৃতা : 'ঈশ্বরপ্রেম'।

২১ ফেব্রুয়ারি, মিসেস ব্যাগলির গৃহে বক্তৃতা : 'প্রাচীন হিন্দু দার্শনিকগণ ও তাঁহাদের শিক্ষা'।

২২ ফেব্রুয়ারি, মিসেস ব্যাগলি–আয়োজিত বিদায়সভায়।

২৩ ফেব্রুয়ারি,আডা (ওহিও) যাত্রা। সন্ধ্যায় বক্তৃতা : 'মানুষের দেবত্ব'। ডেট্রয়েট পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে খ্রিস্টান মিশনারিগণ–কর্তৃক প্রবলভাবে আক্রমণ শুরু।

৯ মার্চ, ডেট্রয়েট প্রত্যাবর্তন। ব্যাগলি পরিবারে আতিথ্যগ্রহণ।

১০ মার্চ, টমাস উইদারেন পামারের আমন্ত্রণে তাঁর আতিথ্যগ্রহণ।

১১ মার্চ, ডেট্রয়েট অপেরা হাউসে বক্তৃতা : 'ভারতে খ্রিস্টীয় মিশন'।

১৫ মার্চ, এবার ডবলিউ কটরেল–আয়োজিত নৈশ ভোজসভায়।

১৬ মার্চ,মিস্টার পামার-আয়োজিত নৈশ ভোজসভায়।
১৯ মার্চ, অডিটোরিয়াম-এ বক্তৃতা। বিষয় : 'বৌদ্ধধর্ম'।
মিস্টার পামারের চেষ্টায় স্লেটন লেকচার ব্যুরোর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ।
২০ মার্চ, বে সিটিতে (মিশিগান) বক্তৃতা। বিষয় : 'হিন্দুধর্ম'।
২১ মার্চ, স্যাগিনো (মিশিগান)-তে বক্তৃতা । বিষয় : 'ধর্মসমন্বয়'।
২৪ মার্চ, ডেট্রয়েট ইউনিটেরিয়ান চার্চে বক্তৃতা। বিষয় : 'ভারতীয় নারী'।
১ এপ্রিল, নিউইয়র্কে উপস্থিতি। ডক্টর ও শ্রীমতী এগবার্ট গার্নসি-র আতিথ্যগ্রহণ।
৫ এপ্রিল, ইউনিয়ন লিগ ক্লাব-এর সদস্য ও অন্যান্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার (বৈঠকী বক্তৃতা)।
১৩ এপ্রিল, নিউইয়র্ক পরিত্যাগ করে নরদাম্পটন-এ উপস্থিতি—একটি বোর্ডিং হাউস-এ অবস্থান ।
১৪ এপ্রিল সন্ধ্যায়, নরদ্যাম্পটন সিটি হল-এ বক্তৃতা।
১৫ এপ্রিল, আমেরিকার অন্যতম বিখ্যাত মহিলা কলেজ নরদাম্পটন স্মিথ কলেজের সান্ধ্য প্রার্থনাসভায় বক্তৃতা। বিষয় : 'ভগবানের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব'।
১৬ এপ্রিল, ম্যাসাচুসেটস-এর লিন শহরে। মিসেস ফ্রান্সিস ডবলিউ ব্রীড-এর গৃহে আতিথ্যগ্রহণ ।
১৭ এপ্রিল, নর্থ শোর ক্লাবে বক্তৃতা। বিষয় : 'ভারতের রীতিনীতি'।
১৮ এপ্রিল, অক্সফোর্ড হল-এ বক্তৃতা।
বোস্টনে। অধ্যাপক রাইটের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।
২৪ এপ্রিল, নিউইয়র্ক। ওয়ালডর্ফ হোটেলে শ্রীমতী আর্থার স্মিথের 'আলোচনা চক্রে' বক্তৃতা । বিষয় : 'ভারত ও হিন্দুধর্ম'।
২৯ এপ্রিল, ডক্টর গার্নসির গৃহে ভোজসভায়।
২ মে, শ্রীমতী মারি ফিলিপস্-এর গৃহে বক্তৃতা। বিষয় : 'ভারতবর্ষ ও পুনর্জন্মবাদ'।
৬ মে, বোস্টনে উপস্থিতি।
৭ মে, শ্রীমতী জুলিয়া ওয়ার্ডহাউ-এর 'নিউ ইংল্যান্ড উইমেনস ক্লাব'-এ বক্তৃতা।
৮ মে, র‍্যাডক্লিফ-এ একটি মহিলা কলেজে বক্তৃতা।
১০ মে, মিস্টার কলিজ-এর গৃহে গোলটেবিল-এ বক্তৃতা।
১৪ মে, অ্যাসোসিয়েশন হল-এ টাইলার-স্ট্রীট-এ ডে নার্সারির সাহায্যকল্পে বক্তৃতা। বিষয় : 'ভারতের রীতিনীতি'।
১৫ মে, লরেন্স-এ বক্তৃতা : 'ভারতীয় ধর্ম ও রীতিনীতি'।
১৬ মে, টাইলার-স্ট্রীট-এ ডে নার্সারির সাহায্যকল্পে দ্বিতীয় বক্তৃতা : 'ভারতের ধর্মসমূহ'। সন্ধ্যায়, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে হার্ভার্ড রিলিজিয়াস ইউনিয়নের

উদ্যোগে 'সেভার হল'–এ বক্তৃতা।
গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়ার জন্য আমেরিকার সাধারণ সামাজিক জীবনে সাময়িক বিরতি। ২৮ জুন পর্যন্ত শিকাগোয় শ্রীমতী হেলের গৃহে অবস্থান।
২৮ জুন, শিকাগো থেকে নিউইয়র্কে প্রত্যাবর্তন। থিয়সফিক্যাল সোসাইটির কক্ষে ল্যান্ডসবার্গের সঙ্গে অবস্থান।
২৬ জুলাই, গ্রীনএকারে উপস্থিতি। একদল উৎসাহী ছাত্রছাত্রীর কাছে (যাঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রীমতী ওলি বুল, ডক্টর লিউইস জি. জেনস) বেদান্তদর্শন ব্যাখ্যার জন্য দৈনিক ক্লাস গ্রহণ। 'গ্রীনএকারে আমাকে দৈনিক সাত থেকে আট ঘণ্টা বক্তৃতা দিতে হয়েছে।'
১২ আগস্ট (মতান্তরে ১৩ আগস্ট), প্লীমাথ–এ উপস্থিতি। আর. ডবলিউ ইমারসন–প্রতিষ্ঠিত 'ফ্রি রিলিজিয়াস অ্যাসোসিয়েশন'– এ বক্তৃতা। ডক্টর ও শ্রীমতী গার্নসির সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য পুনরায় ফিসকিল ল্যান্ডিং–এর বাড়িতে।
১৬ আগস্ট, অ্যানিস্কোয়ামে। মিসেস ব্যাগলির অতিথি।
৪ সেপ্টেম্বর, অ্যানিস্কোয়ামে বক্তৃতা। বিষয় : 'ভারতের ধর্মসমূহ'।
৬ সেপ্টেম্বর, বোস্টনের পথে অ্যানিস্কোয়াম পরিত্যাগ।
বোস্টনে অবস্থান—বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা।
২৯ সেপ্টেম্বর, মেলরোজে উপস্থিতি ও বক্তৃতা।
৩০ সেপ্টেম্বর, উপরোক্ত স্থানে বক্তৃতা।
২ অক্টোবর, শ্রীমতী ওলি বুলের আমন্ত্রণে কেমব্রিজে আগমন এবং তাঁর আতিথ্যগ্রহণ।
১২ অক্টোবর, ব্রুম্যান ভ্রাতৃত্রয়–এর অতিথিরূপে বাল্টিমোরে আগমন। বিভিন্ন নিম্নশ্রেণির হোটেলে অবস্থানের জন্য গমন ও বিতাড়িত। অবশেষে 'হোটেল রেন্নার্ট'–এ আশ্রয়লাভ।
বাল্টিমোর আমেরিকান পত্রিকার সাংবাদিক–কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহণ।
১৩ অক্টোবর, সানডে হেরাল্ড পত্রিকার প্রতিনিধি–কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহণ।
১৪ অক্টোবর, লাইসিয়াম থিয়েটারে বক্তৃতা। বিষয় : 'প্রগতিশীল ধর্ম'।
২১ অক্টোবর, উপরোক্ত স্থানে বক্তৃতা। বিষয় : 'বুদ্ধ'।
২২ বা ২৩ অক্টোবর, বাল্টিমোর পরিত্যাগ করে ওয়াশিংটনে। শ্রীমতী এনোক টটেন–এর আতিথ্যগ্রহণ।
২৮ অক্টোবর, পিপলস চার্চের ধর্মযাজকদের অনুরোধে দুইবার বক্তৃতা। বিষয় : 'সর্বধর্মের সাধারণ উৎস ও আর্যজাতি'।
১ নভেম্বর, বক্তৃতা। বিষয় : 'পুনর্জন্ম'।
২ নভেম্বর, বাল্টিমোরে বক্তৃতা। বিষয় : 'ভারত ও তার ধর্ম'।
নিউইয়র্ক প্রত্যাবর্তন এবং সেখানে সমিতি সংগঠন।
৫–২৭ ডিসেম্বর, কেমব্রিজে শ্রীমতী ওলি বুলের আবাসে। প্রতিদিন দুইবার

শাস্ত্রব্যাখ্যা—ক্লাস গ্রহণ।

শ্রীমতী বুলের অনুরোধে প্রদত্ত 'ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ' বক্তৃতায় মুগ্ধ শ্রোতাদের পক্ষ থেকে কলকাতায় তাঁর জননীর নিকট শ্রদ্ধাপত্র ও যিশুক্রোড়ে মেরীর চিত্র প্রেরণ।

২৮ ডিসেম্বর, নিউইয়র্ক ও পরে ব্রুকলিনে এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনে বক্তৃতার জন্য গমন।

৩০ ডিসেম্বর, এথিক্যাল সোসাইটি-আয়োজিত পাউচ ম্যানসনে সন্ধ্যায় বক্তৃতা। বিষয় : 'ভারতীয় ধর্মসমূহ'। দৈনিক ক্লাস নেওয়ার জন্য অনুরোধ ও স্বীকৃতি। পাউচ ম্যানসন ও অন্যত্র ক্লাস নেওয়া ও বক্তৃতার ব্যবস্থা। ক্লাসের জন্য অর্থগ্রহণে আপত্তি।

১৮৯৫ — ১ জানুয়ারি, শিকাগোয় হেল-পরিবারে আকস্মিক উপস্থিতি।

জানুয়ারি, তৃতীয় সপ্তাহ, ব্রুকলিনে উপস্থিতি।

২০ জানুয়ারি, এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে পাউচ ম্যানসনে বক্তৃতা। বিষয় : 'নারীর আদর্শ—হিন্দু, মুসলমান ও খ্রিস্টান'।

২৫ জানুয়ারি, ব্রুকলিনে মিসেস চার্লস আউয়েল-এর গৃহে বৈঠকী আলোচনা। বিষয় : 'উপনিষদ ও আত্মা-সম্পর্কিত মতবাদ'।

আমেরিকায় নবপর্যায়ে শিক্ষাদান শুরু—লক্ষ্য : কতিপয় প্রকৃত বেদান্তী তৈরি। আমেরিকায় ভারতীয় চিন্তাধারার প্রসারের ভিত্তিস্থাপন।

২৭ জানুয়ারি, নিউইয়র্কে অধ্যাপক ল্যান্ডসবার্গ (পরে স্বামী কৃপানন্দ)-কর্তৃক ভাড়া করা বাড়িতে অবস্থান ও ক্লাস গ্রহণ ব্যবস্থা। বর্ণবিদ্বেষের জন্য উপযুক্ত পল্লীতে স্থান না পাওয়ায় অপেক্ষাকৃত নিম্নপল্লীতে ঘর গ্রহণ এবং ঐচ্ছিক চাঁদায় ভাড়া পরিশোধের ব্যবস্থা।

ব্রুকলিনে প্রদত্ত 'ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ' বক্তৃতার প্রতিক্রিয়া। রমাবাঈ গোষ্ঠীর তীব্র আক্রমণ, ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে অপবাদ রটনা—সংবাদপত্রে উভয়পক্ষের সমর্থকদের বাদানুবাদ।

২৯ জানুয়ারি, ৫৪ ওয়েস্ট ৩৩ নং স্ট্রীটের বাড়িতে মিস জোসেফিন ম্যাকলাউডের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ।

ব্রুকলিনে উপস্থিতি ও বৈঠকী আলোচনা।

৩ ফেব্রুয়ারি, ব্রুকলিন পাউচ ম্যানসনে বক্তৃতা। বিষয় : 'বৌদ্ধধর্ম—ভারতে যেভাবে গৃহীত হয়'।

১৭ ফেব্রুয়ারি, এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে পাউচ ম্যানসনে বক্তৃতা। শ্রীমতী করবিনের সংরক্ষণাগারে প্রতি রবিবার ক্লাস গ্রহণ শুরু।

২৫ ফেব্রুয়ারি, ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন-আয়োজিত লং আইল্যান্ড হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি-র হল-এ বক্তৃতা। বিষয় : 'বিশ্বে ভারতের দান'।

২৮ ফেব্রুয়ারি, শ্রীমতী ওলি বুল-আয়োজিত মিস্টার ও মিসেস এ. এল.

বারবার-এর ৮৭১ ফিফ্‌থ অ্যাভিনিউ-এর গৃহে বক্তৃতা। বিষয় : 'বেদান্তদর্শন—আত্মা'।

৭ মার্চ, বারবার বক্তৃতা। বিষয় : 'বেদান্তদর্শন—ঈশ্বর'।

৮ মার্চ, হার্টফোর্ড মেটাফিজিক্যাল সোসাইটিতে বক্তৃতা। বিষয় : 'আত্মা ও ঈশ্বর'। ৭ এপ্রিল, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হিন্দু বিধবাশ্রমের সাহায্যকল্পে ব্রুকলিনে বক্তৃতা। বিষয় : 'হিন্দুদের কয়েকটি রীতিনীতি—তাদের প্রকৃত অর্থ এবং তাদের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা'।

১১ এপ্রিল, মিস অ্যান্ড্রুজ-এর গৃহে ক্লাস গ্রহণ। ঠিকানা : ৪০ ওয়েস্ট নাইন্‌থ স্ট্রীট।

১৩ এপ্রিল, মিস্টার লেগেটের গ্রামের বাড়ি রিজলি ম্যানরে।

২৩ এপ্রিল, নিউইয়র্কে প্রত্যাবর্তন। ৫৪ ওয়েস্ট ৩৩ নং স্ট্রীটের ভাড়াবাড়িতে অবস্থান।

১৩ মে, মট্‌স মেমোরিয়াল বিল্ডিং-এর উপরের হল-এ বক্তৃতা। বিষয়: 'ধর্মবিজ্ঞান'।

উপরোক্ত স্থানে বক্তৃতা। বিষয় : 'যোগের যৌক্তিকতা'।

১ জুন, নিউইয়র্কে প্রথম দফা ক্লাসের সমাপ্তি।

৪ জুন, নিউইয়র্ক ত্যাগ করে মিস্টার ফ্রান্সিস লেগেটের নিউ হ্যাম্পশায়ারস্থিত হোয়াইট মাউন্টেনের মাছ ধরার ক্যাম্পের উদ্দেশে যাত্রা।

৬ জুন, বেলা একটায় লেগেটের বার্চ লজে পদার্পণ। নিউইয়র্ক থেকে স্টীমারে পোর্টল্যান্ড এবং সেখান থেকে ট্রেনে পার্শি।

১৮ জুন সন্ধ্যায়, সহস্রদ্বীপোদ্যানে (থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্ক) উপস্থিতি। শ্রীমতী মেরী এলিজাবেথ ডাচারের আতিথ্যগ্রহণ এবং সেখানে নিয়মিত ধর্ম-আলোচনার ব্যবস্থা। বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত ছাত্রছাত্রী : (১) শ্রীমতী এস.ই.ওয়াল্ডো (২) শ্রীমতী রুথ এলিস (৩) শ্রীমতী ডাচার (গৃহকর্ত্রী) (৪) ডাক্তার এল. এল.ওয়াইট (৫) শ্রীমতী ক্যাম্পবেল (অভিনেত্রী) (৬) ফ্রান্সিস গুডইয়ার (৭) ওয়াল্টার গুডইয়ার (৮) শ্রীমতী মেরী লুই (৯) ল্যান্ডস্‌বার্গ (১০) সিস্টার ক্রিস্টিন (১১) শ্রীমতী মেরী সি. ফাঙ্কি (১২) অজ্ঞাত।

১৯ জুন, ক্লাস শুরু। এই বক্তৃতাগুলিই পরে 'ইন্‌সপায়ার্ড টক্‌স' বা 'দেববাণী'-নামে প্রকাশিত।

৭ জুলাই, শ্রীমতী মারি লুইসকে সন্ন্যাসদান (স্বামী অভয়ানন্দ)।

২২ জুলাই, ল্যান্ডস্‌বার্গকে সন্ন্যাসদান (স্বামী কৃপানন্দ)।

শ্রীমতী ক্রিস্টিনকে ব্রহ্মচর্যদান।

২৩ জুলাই, 'সন্ন্যাসীর গীতি' রচনা।

২৭ জুলাই, ওক আইল্যান্ড বীচে প্রেরিত ভাষণ পাঠ।

৩০ জুলাই, জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাস দেশাই-এর মৃত্যুতে শোক—মিসেস হেলকে এই মর্মে পত্র।
৮ আগস্ট, নিউইয়র্কে উপস্থিতি।
১৭ আগস্ট, ইউরোপ যাত্রা।
২৪ আগস্ট, প্যারিসে উপস্থিতি।
৯ সেপ্টেম্বর, ফ্রান্সিস লেগেট ও বেটি স্টার্জিসের বিবাহে উপস্থিতি।
১০ সেপ্টেম্বর, লন্ডনে উপস্থিতি ও সেখান থেকে সোজা রিডিং-এ ই. টি. স্টার্ডির আবাসে।
স্টার্ডির সঙ্গে একযোগে নারদীয়ভক্তিসূত্রের অনুবাদের কাজ শুরু ।
১৭ অক্টোবর, মেডেনহেড-এর টাউনহল-এ বক্তৃতা। বিষয় : 'প্রেম সম্পর্কে প্রাচ্য মতবাদ'।
২২ অক্টোবর, লন্ডনে প্রিন্সেস হল-এ বক্তৃতা। বিষয় : 'আত্মজ্ঞান'।
২৯ অক্টোবর, লন্ডনে ৮০ ওক্‌লে স্ট্রীটের আবাসে অবস্থিতি।
৩০ অক্টোবর, শেষ ক্লাস চামিয়ারের গৃহে।
নভেম্বর, নতুন আবাসে ক্লাস আরম্ভ। প্রায় সারা নভেম্বর মাস সপ্তাহে আটটি করে ক্লাস গ্রহণ।
৫ নভেম্বর, বেলুন সোসাইটিতে বক্তৃতা। বিষয় : 'ভারতীয় দর্শন ও পাশ্চাত্য সমাজ'। 'ইন্ডিয়ান মিরর' পত্রিকা-অনুসারে বক্তৃতার বিষয় : 'বেদান্তের আলোকে মানুষ ও সমাজ'।
১০ নভেম্বর, কনওয়ে এথিক্যাল সোসাইটির উদ্যোগে মনকিওর সাউথ প্লেস চ্যাপেলে বক্তৃতা। বিষয় : 'বেদান্ত—নীতিবাদের ভিত্তি'। সন্ধ্যায়, লেডি ইসাবেল মার্গেসন-এর ৬৩ সেন্ট জর্জেস রোডের বাড়িতে বক্তৃতা। মিস মার্গারেট নোবেল (ভগিনী নিবেদিতা)-এর প্রথম উপস্থিতি।
১৬ নভেম্বর, কুইন্‌স হাউস-এ মিসেস হাওয়েস-এর বৈঠকখানায় বক্তৃতা।
২৭ নভেম্বর, নিউইয়র্কের পথে লিভারপুল পরিত্যাগ।
৬ ডিসেম্বর, নিউইয়র্কে উপস্থিতি। ২২৮ ওয়েস্ট ৩৯ স্ট্রীট-এ দুই কামরার ভাড়াবাড়িতে অবস্থান।
৯ ডিসেম্বর, নতুন ক্লাস শুরু—প্রাথমিক বক্তৃতা।
১১ ডিসেম্বর, সকালে ও সন্ধ্যায় ক্লাস—'জ্ঞানযোগ'।
১২ ডিসেম্বর, দ্রুত লিপিকারের জন্য নিউইয়র্ক হেরাল্ড ও নিউইয়র্ক ওয়ার্ল্ড-এ বিজ্ঞাপন।
জে. জে. গুডউইনের নিযুক্তি।
১৩ ডিসেম্বর, সকাল ও সন্ধ্যায় ক্লাস—'কর্মযোগ'।
১৪ ডিসেম্বর, সকাল ও সন্ধ্যায় ক্লাস—'রাজযোগ'।
১৫ ডিসেম্বর, প্রশ্নোত্তরের ক্লাস।
১৬ ডিসেম্বর, সকাল ও সন্ধ্যায় ক্লাস : 'ভক্তিযোগ'।

১৮ ডিসেম্বর, সকাল ও সন্ধ্যায় ক্লাস : 'জ্ঞানযোগ'।
২০ ডিসেম্বর, সকাল ও সন্ধ্যায় ক্লাস : 'কর্মযোগ'।
২১ ডিসেম্বর, সকাল ও সন্ধ্যায় ক্লাস : 'রাজযোগ'।
২২ ডিসেম্বর, প্রশ্নোত্তরের ক্লাস।
২৩ ডিসেম্বর, সকাল ও সন্ধ্যায় ক্লাস : 'ভক্তিযোগ'।
২৪ ডিসেম্বর, খ্রিস্টমাস যাপনের জন্য লেগেট দম্পতির আবাস 'রিজলি ম্যানর' অভিমুখে যাত্রা।

১৮৯৬ — ৫ জানুয়ারি, 'হার্ডম্যান হল'-এ বক্তৃতা। রবিবারের বক্তৃতামালা শুরু। বিষয়: 'ধর্মের দাবি—তার সত্যতা ও উপযোগিতা'।
৬ জানুয়ারি, সকাল ও বিকালে ভক্তিযোগের প্রাথমিক ক্লাস গ্রহণ।
৮ জানুয়ারি, জ্ঞানযোগের অগ্রসর ছাত্রদের ক্লাস।
১০ জানুয়ারি, প্রশ্নোত্তরের ক্লাস।
১১ জানুয়ারি, রাজযোগের অগ্রসর ছাত্রদের ক্লাস।
১২ জানুয়ারি, রবিবারের বক্তৃতামালা। 'হার্ডম্যান হল'-এ দ্বিতীয় বক্তৃতা। বিষয় : 'বিশ্বধর্মের আদর্শ'।
১৫ জানুয়ারি, জ্ঞানযোগের অগ্রসর ছাত্রদের ক্লাস।
১৭ জানুয়ারি, ব্রুকলিন মেটাফিজিক্যাল সোসাইটিতে বক্তৃতা। বিষয়: 'অমরত্ব'।
১৯ জানুয়ারি, রবিবারের বক্তৃতামালা। তৃতীয় বক্তৃতা : 'সৃষ্টিরহস্য—নিখিল বিশ্ব'।
২০ জানুয়ারি সকাল, ভক্তিযোগ-এর প্রাথমিক শ্রেণির শেষ ক্লাস।
২২ জানুয়ারি, জ্ঞানযোগের প্রাথমিক ছাত্রদের ক্লাস।
২৪ জানুয়ারি, প্রশ্নোত্তরের ক্লাস।
২৫ জানুয়ারি, রাজযোগের অগ্রসর ছাত্রদের ক্লাস।
২৬ জানুয়ারি, রবিবারের বক্তৃতামালা। চতুর্থ বক্তৃতা : 'সৃষ্টিরহস্য—নিখিল বিশ্ব'।
২৭ জানুয়ারি, ভক্তিযোগের অগ্রসর ছাত্রদের ক্লাস।
৩১ জানুয়ারি, হার্টফোর্ড ইউনিটি হল-এ বক্তৃতা : 'বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ'।
২ ফেব্রুয়ারি, ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন-এ বক্তৃতা। বিষয় : 'ভগবান সম্পর্কে হিন্দু-ধারণা—আত্মা'।
৩ ফেব্রুয়ারি, ভক্তিযোগের অগ্রসর ছাত্রদের ক্লাস।
৮ ফেব্রুয়ারি সকালে, রাজযোগের প্রাথমিক ক্লাস। বিকালে, রাজযোগের অগ্রসর ছাত্রদের ক্লাস।
৯ ফেব্রুয়ারি, ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেন-এ রবিবারের বক্তৃতামালা : 'ভক্তিযোগ'।

১০ ফেব্রুয়ারি, ভক্তিযোগের অগ্রসর ছাত্রদের ক্লাস।
১৩ ফেব্রুয়ারি, ডাক্তার স্ট্রীটকে সন্ন্যাসদান।
১৫ ফেব্রুয়ারি সকালে, রাজযোগের প্রাথমিক ক্লাস। রাজযোগের অগ্রসর ছাত্রদের ক্লাস।
১৬ ফেব্রুয়ারি, ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেন–এ রবিবারের বক্তৃতামালা : 'প্রকৃত ও আপাত মানুষ'।
১৭ ফেব্রুয়ারি, ভক্তিযোগের অগ্রসর ছাত্রদের ক্লাস।
২০ ফেব্রুয়ারি, কয়েকজন বিদেশী ও বিদেশিনীকে সন্ন্যাসদান।
২১ ফেব্রুয়ারি সকালে, রাজযোগের প্রাথমিক ক্লাস।
বিকালে, রাজযোগের অগ্রসর ছাত্রদের ক্লাস।
২৩ ফেব্রুয়ারি, ম্যাডিসন স্কোয়ারে রবিবারের শেষ বক্তৃতা। বিষয় : 'মদীয় আচার্যদেব'।
৩ মার্চ, ডেট্রয়েট যাত্রা।
৪ মার্চ সকালে ও বিকালে, প্রথম ও দ্বিতীয় বক্তৃতা। বিষয় : 'বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ'।
১৫ মার্চ, বক্তৃতা : 'বিশ্বের দরবারে ভারতের বাণী'।
এছাড়া ডেট্রয়েটে বাইশটি ক্লাস গ্রহণ।
১৮ বা ১৯ মার্চ, বোস্টনে প্রকোপিয়া ক্লাব–এ উপস্থিতি।
২১ মার্চ, প্রকোপিয়া ক্লাব–এ বক্তৃতা। বিষয় : 'কর্মবিজ্ঞান'।
২২ মার্চ, শ্রীমতী ওলি বুলের গৃহে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে প্রস্তুতিমূলক বক্তৃতা।
২৩ মার্চ, প্রকোপিয়া ক্লাব–এ বক্তৃতা। বিষয় : 'ভক্তি'।
২৪ মার্চ শ্রীমতী ওলি বুলের গৃহে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে প্রস্তুতিমূলক বক্তৃতা।
২৫ মার্চ, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ও শিক্ষকদের কাছে বক্তৃতা : 'বেদান্তদর্শন'। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যদর্শন বিভাগের প্রধান আচার্যের পদ গ্রহণের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান।
২৬ মার্চ, প্রকোপিয়া ক্লাব–এ বক্তৃতা। বিষয় : 'বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ'।
২৭ মার্চ, উপরোক্ত স্থানে বক্তৃতা। বিষয় : 'অনুভূতি বা চরম ধর্ম'।
২৮ মার্চ বিকালে, 'টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরি ক্লাব'–এ বক্তৃতা। বিষয় : 'বেদান্তের ব্যাবহারিক দিক ও অন্যান্য দর্শনের সাথে এর পার্থক্য'।
সন্ধ্যায়, প্রকোপিয়া ক্লাব–এ দুটি বক্তৃতা। প্রথমটির বিষয় : 'উপলব্ধি বা ধর্মের চরম পরিণতি'। দ্বিতীয়টি : 'উপনিষদ'।
৩০ মার্চ, বোস্টন হতে শিকাগো যাত্রা।
কয়েকটি ক্লাস গ্রহণ।
১১ এপ্রিল, নিউইয়র্ক প্রত্যাবর্তন।

১৩ এপ্রিল, 'বেদান্ত সোসাইটি'র অনুরাগীদের কাছে ক্ষুদ্র ভাষণ : 'বেদান্তের মূল তত্ত্ব ও আমেরিকায় তার প্রয়োগ'।
১৫ এপ্রিল, লন্ডনের পথে নিউইয়র্ক ত্যাগ। লিভারপুল থেকে রিডিং-এ।
মিস্টার স্টার্ডির আতিথ্যগ্রহণ।
কয়েকদিন মিস মূলারের আতিথ্যগ্রহণ।
এক সপ্তাহ পরে, লন্ডনে। লেডি ইসাবেল মার্গেসনের ভাড়াবাড়িতে অবস্থান। সঙ্গে স্বামী সারদানন্দ, গুডউইন, জন পি.ফক্স ও মহেন্দ্রনাথ দত্ত ।
৭ মে, ক্লাস আরম্ভ (৭ মে থেকে ১৬ জুলাই পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে পাঁচটি করে ক্লাস গ্রহণ)।
১২ মে, সিসেম ক্লাব-এ বক্তৃতা । বিষয় : 'শিক্ষা'।
২৮ মে, অক্সফোর্ড-এ ম্যাক্সমূলারের সঙ্গে তাঁর বাসভবনে সাক্ষাৎকার।
৭ জুন, রবিবারের বক্তৃতামালা শুরু। বিষয় : 'ধর্মের প্রয়োজনীয়তা'। স্থান : 'প্রিন্সেস হল'।
১০ জুন, শ্রীমতী জন বিডাল্প্ মার্টিনের গৃহে বক্তৃতা। বিষয় :'আত্মা সম্বন্ধে হিন্দুর ধারণা'।
১৪ জুন, রবিবারের বক্তৃতামালা। বিষয় : 'বিশ্বধর্ম'।
২১ জুন, রবিবারের বক্তৃতামালা। বিষয় : 'প্রকৃত ও আপাত মানুষ'।
২৮ জুন, রবিবারের দ্বিতীয় বক্তৃতামালা শুরু । বিষয় : 'ভক্তিযোগ'।
৫ জুলাই, রবিবারের দ্বিতীয় বক্তৃতামালা। বিষয় : 'ত্যাগ'।
৯ জুলাই, অ্যানি বেসান্তের আমন্ত্রণে থিয়সফিস্ট ব্লাভাটস্কি লজ-এ বক্তৃতা। বিষয় : 'ভক্তিযোগ'।
১২ জুলাই, রবিবারের দ্বিতীয় বক্তৃতামালা। বিষয় : 'উপলব্ধি'।
১৮ জুলাই, লন্ডন হিন্দু অ্যাসোসিয়েশন-এ (মন্টেগু ম্যানসন) গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ডে অবস্থিত ভারতীয়দের সভায় সভাপতিত্ব।
১৯ জুলাই, লন্ডন ত্যাগ। ডোভার, ক্যালে প্যারিস হয়ে জেনেভায়।
স্যামেনিক্স—মন্ট ব্ল্যাঙ্ক ।
লিটল সেন্ট বার্নার্ড-এ খ্রিস্টান সাধুদের মঠ দর্শন।
জারমট।
লুসার্ন।
শফহজেন।
হাইডেলবার্গ।
কোবলেনৎস।
কোলোন।
বার্লিন।

৮ সেপ্টেম্বর, কিয়েল নগরে আগমন।
৯ সেপ্টেবর, ডয়সনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।
হামবুর্গ।
ব্রেমেন।
১২ সেপ্টেম্বর, আমস্টারডাম।
১৭ সেপ্টেম্বর, হারউইচ বন্দর–অভিমুখে যাত্রা।
১৮ সেপ্টেম্বর, লন্ডনে প্রত্যাবর্তন।
বৈঠকী বক্তৃতা। বিষয় : 'সভ্যতায় বেদান্তের কার্যকারিতা'।
৮ অক্টোবর, ৩৯ ভিক্টোরিয়া স্ট্রীটে সাপ্তাহিক ক্লাস শুরু।
২০ অক্টোবর, সিসেম ক্লাব–এ বক্তৃতা।
নভেম্বর, চারটি রবিবার ওয়েস্ট ক্রোয়েনের ইউনিটেরিয়ান চার্চে বক্তৃতা।
২১ নভেম্বর, কেম্‌ব্রিজ 'ইন্ডিয়ান মজলিস'–এ প্রদত্ত রণজিৎ সিংজী ও অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্মানার্থে ভোজসভায় বক্তৃতা।
১০ ডিসেম্বর, লন্ডনে শেষ বক্তৃতা : 'অদ্বৈতবেদান্ত'।
১৩ ডিসেম্বর, বিদায়–সম্বর্ধনা।
১৬ ডিসেম্বর, লন্ডন ত্যাগ।
মিলানে (ইতালি) হেল দম্পতির সঙ্গে সাক্ষাৎকার।
২১ ডিসেম্বর, রোম।
২৫ ডিসেম্বর, সেন্ট পিটার্স গির্জা পরিদর্শন।
নেপল্‌স্।
৩০ ডিসেম্বর, কলম্বোর পথে নেপল্‌স্ ত্যাগ।

১৮৯৭ — ১৫ জানুয়ারি, বেলা চারটায় কলম্বোতে উপস্থিতি—বিপুল সম্বর্ধনা।
১৬ জানুয়ারি, প্রাচ্যে প্রথম বক্তৃতা : 'পবিত্রভূমি ভারত'।
১৭ জানুয়ারি, কচ্ছিকোড শিবমন্দির দর্শন ও পূজা ।
১৮ জানুয়ারি, শ্রীযুক্ত চেলিয়া–র গৃহে আমন্ত্রিত।
সন্ধ্যায়, কলম্বো 'পাবলিক হল'–এ বক্তৃতা।
১৯ জানুয়ারি, কলম্বো ত্যাগ—ক্যান্ডি নগরে উপস্থিতি।
২০ জানুয়ারি, ঘোড়ার গাড়িতে অনুরাধাপুরম যাত্রা। ডাম্বুল নামক স্থানের কয়েক মাইল দূরে গাড়ির চাকা ভগ্ন—পদব্রজে কেকিরাওয়া ও গরুর গাড়িতে পরদিন বেলা দশটায় অনুরাধাপুরম।
২১ জানুয়ারি, অনুরাধাপুরমে অবস্থিতি ।
২২ জানুয়ারি, বোধিবৃক্ষের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন—উক্ত বৃক্ষের নীচে বক্তৃতা।
২৪ জানুয়ারি, জাফনায় উপস্থিতি।
সন্ধ্যায়, মশাল শোভাযাত্রা—হিন্দু মহাবিদ্যালয়–প্রাঙ্গণে বিপুল সম্বর্ধনা।
বক্তৃতা, বিষয় : 'বেদান্তবাদ'।

ভারতের উদ্দেশে যাত্রা।

২৬ জানুয়ারি, পাম্বানে পদার্পণ বিকেল ৩ টায়। তিনদিন সেখানে অবস্থান। রামনাদের রাজা-কর্তৃক অভ্যর্থনা।

২৭ জানুয়ারি, রামেশ্বর মন্দির দর্শন।

২৯ জানুয়ারি, রামনাদ অভিমুখে যাত্রা। সন্ধ্যায় উপস্থিতি।

৩১ জানুয়ারি, রামনাদ প্রাসাদ পরিদর্শন। মধ্যরাত্রে পরমকুডি অভিমুখে যাত্রা। মনমাদুরা।

২ ফেব্রুয়ারি, মাদুরা—কলেজে সম্বর্ধনা। কুম্ভকোণমের পথে মাদুরা ত্যাগ।

৩ ফেব্রুয়ারি ভোর চারটা, ত্রিচিনপল্লী স্টেশনে সম্বর্ধনা।

তাঞ্জোর।

কুম্ভকোণম্ ।

৬ ফেব্রুয়ারি, মাদ্রাজে উপস্থিতি।

৭ ফেব্রুয়ারি, সম্বর্ধনা সভা। ভিক্টোরিয়া হল-এর উদ্যানে গাড়ির উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা।

৯ ফেব্রুয়ারি, ভিক্টোরিয়া হল-এ বক্তৃতা। বিষয় : 'আমার সমরনীতি'।

১১ ফেব্রুয়ারি, ভিক্টোরিয়া হল-এ বক্তৃতা। বিষয় : 'ভারতের ঋষি'।

১২ ফেব্রুয়ারি বেলা সাড়ে চারটা, হিন্দু থিয়সফিক্যাল হাইস্কুল পরিদর্শন। সন্ধ্যায়, পাচেয়াপ্পা হল-এ 'মাদ্রাজ চেন্নাপুরী অন্নদান সমাজম্'-এর বার্ষিক সভায় সভাপতিত্ব।

১৩ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায়, পাচেয়াপ্পা হল-এ বক্তৃতা : 'জাতীয় জীবনে বেদান্তের কার্যকারিতা'।

উপরোক্ত বক্তৃতার পরেই প্যাটারস গার্ডেন, রয়পেট্রো-য় গোবিন্দাস-আয়োজিত অভ্যর্থনাসভায়।

১৪ ফেব্রুয়ারি, 'হার্মস্টন সার্কাস' তাঁবুতে শেষ সাধারণ বক্তৃতা। বিষয়: 'ভারতের ভবিষ্যৎ'।

১৫ ফেব্রুয়ারি, মাদ্রাজ ত্যাগ। জাহাজযোগে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা।

১৮ ফেব্রুয়ারি, বজবজে উপস্থিতি—স্টীমারে রাত্রিযাপন।

১৯ ফেব্রুয়ারি, সকাল সাড়ে সাতটা, স্পেশাল ট্রেনে শিয়ালদহ স্টেশনে উপস্থিতি—রাজকীয় সম্বর্ধনা। রিপন কলেজে ঘরোয়া সম্বর্ধনা। বাগবাজারের পশুপতিনাথ বসুর গৃহে মধ্যাহ্নভোজন। বিকালে, আলমবাজার মঠে।

২৮ ফেব্রুয়ারি, শোভাবাজার—রাজবাড়িতে নাগরিক সম্বর্ধনা।

৪ মার্চ, 'স্টার থিয়েটার'-এ বক্তৃতা। বিষয় : 'সর্বাবয়ব বেদান্ত'।

ডাক্তারি পরীক্ষায় বহুমূত্র রোগ নির্ণয়—বিশ্রামের নির্দেশ।

৭ মার্চ, দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবে উপস্থিতি।

৮ মার্চ, দার্জিলিং যাত্রা। এম. এন. ব্যানার্জীর আতিথ্যগ্রহণ।

১৮ মার্চ, খেতড়ির মহারাজার কলকাতা আগমন।

২১ মার্চ, খেতড়িরাজের আগমন সংবাদে কলকাতা প্রত্যাবর্তন। শিয়ালদহ স্টেশনে খেতড়িরাজ ও লোহারুর নবাব-কর্তৃক অভ্যর্থনা। বিকালে, রাজার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি—আলমবাজার মঠ পরিদর্শন।
২৩ মার্চ, দার্জিলিং প্রত্যাবর্তন।
২৮ এপ্রিল, দার্জিলিং থেকে কলকাতার উদ্দেশে যাত্রা।
১ মে, বিকেল ৩টায় বলরাম বসুর গৃহে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপনার জন্য সভা ।
৫ মে, মঠ-মিশনের সংবিধান গৃহীত। স্বামী যোগানন্দের সঙ্গে মতবিরোধ ও মীমাংসা।
৬ মে সকালে, মহাকালী পাঠশালা পরিদর্শন।
বিকালে, আলমোড়ার উদ্দেশে কলকাতা ত্যাগ।
৭ মে, লক্ষ্ণৌ-এ রাত্রিযাপন।
৯ মে, কাঠগোদাম স্টেশনে উপস্থিতি।
১১ মে, লোদিয়া থেকে আলমোড়া শোভাযাত্রা—আলমোড়ায় অভ্যর্থনা।
১৮ মে, কুড়ি মাইল দূরে দেউলধার যাত্রা।
১৯ জুন, আলমোড়ায় প্রত্যাবর্তন।
২৭ জুলাই, জেলা স্কুলের সাধারণ সভায় হিন্দিতে বক্তৃতা। বিষয় : 'বেদের উপদেশ—তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক'।
২৮ জুলাই, ইংলিশ ক্লাবে বক্তৃতা।
৩১ জুলাই, সাধারণের জন্য বক্তৃতা।
২ আগস্ট, আলমোড়া ত্যাগ।
ভীমতালে একদিন অবস্থান।
৯ আগস্ট, বেরিলিতে আগমন। সম্বর্ধনা।
১০ আগস্ট, আর্যসমাজ অনাথ-আশ্রম পরিদর্শন।
১১ আগস্ট, ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা। আর্যসমাজী সন্ন্যাসীর ভবিষ্যদ্বাণী: 'আয়ু আর মাত্র পাঁচ থেকে ছ-বছর'।
১২ আগস্ট, জ্বরাক্রান্ত। রাত্রে আম্বালা যাত্রা।
১৩ আগস্ট, আম্বালায় উপস্থিতি।
১৬ আগস্ট, লাহোরে। এক অধ্যাপকের অনুরোধে ফোনোগ্রাফে বক্তৃতাদান।
১৯ আগস্ট, হিন্দু-মুসলিম স্কুল পরিদর্শন।
২০ আগস্ট, অমৃতসরে।
৩১ আগস্ট, রাওয়ালপিণ্ডি যাত্রা।
২ সেপ্টেম্বর, মুরি-তে উপস্থিতি। শারীরিক অসুস্থতার জন্য বক্তৃতাদান স্থগিত।
৬ সেপ্টেম্বর, বারামূলা যাত্রা।
৮ সেপ্টেম্বর, বারামূলায় উপস্থিতি। নৌকাযোগে শ্রীনগর যাত্রা।

১০ সেপ্টেম্বর, শ্রীনগরে উপস্থিতি। ঋষিবর মুখোপাধ্যায়ের আতিথ্যগ্রহণ।
১৩ সেপ্টেম্বর, রাজপ্রাসাদ পরিদর্শন।
১৪ সেপ্টেম্বর, মহারাজের অনুপস্থিতিতে তাঁর ভ্রাতা-কর্তৃক অভ্যর্থনা।
২০ সেপ্টেম্বর, হাউসবোটে পামপুর।
২২ সেপ্টেম্বর, হাউসবোটে অনন্তনাগ।
২৩ সেপ্টেম্বর, পদব্রজে মার্তণ্ড। তীর্থযাত্রীদের জন্য বিশ্রামাগারে অবস্থান ও অনেক সাধুসন্তের সঙ্গে ধর্ম-আলোচনা ।
২৪ সেপ্টেম্বর, আচ্ছাবল-অভিমুখে যাত্রা।
৮ অক্টোবর, মুরি প্রত্যাবর্তন।
১৪ অক্টোবর, সন্ধ্যায় স্থানীয় বাঙালি ও পাঞ্জাবি অধিবাসিবৃন্দ-কর্তৃক সম্বর্ধনা। প্রত্যুত্তরে ভাষণ দান।
১৬ অক্টোবর, রাওয়ালপিণ্ডিতে উপস্থিতি। বিদ্বজ্জন-কর্তৃক সম্বর্ধিত।
১৭ অক্টোবর, সাধারণ সভায় বক্তৃতা।
১৮ অক্টোবর, আর্যসমাজী ও মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ দূরীকরণ প্রচেষ্টা।
২০ অক্টোবর, জম্মু যাত্রা।
২১ অক্টোবর, জম্মুতে উপস্থিতি।
২২ অক্টোবর, মহারাজের সঙ্গে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার।
২৩ অক্টোবর, সাধারণ সভায় বক্তৃতা।
২৪ অক্টোবর, পুর বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিদর্শন।
বিকালে, সাধারণ সভায় বক্তৃতা।
২৯ অক্টোবর, মহারাজের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকার—বিদায় সম্বর্ধনা।
৩১ অক্টোবর, শিয়ালকোটে উপস্থিতি। বক্তৃতা, বিষয় : 'ধর্ম'। হিন্দিতে বক্তৃতা। বিষয় : 'ভক্তি'।
৫ নভেম্বর, লাহোরে উপস্থিতি। নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের ভবনে অবস্থান। সাধারণ বক্তৃতা : 'আমাদের সামনে সমস্যা'।
৯ নভেম্বর, সাধারণ বক্তৃতা হিন্দিতে। বিষয় : 'ভক্তি'।
১২ নভেম্বর, লাহোর কলেজের ছাত্রদের ব্যবস্থাপনায় বক্তৃতা। বিষয় : 'বেদান্ত'।
১৪ নভেম্বর, লাহোর টাউন হলের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে নাগরিক সম্বর্ধনা।
১৫ নভেম্বর, দেরাদুনের পথে লাহোর ত্যাগ।
দেরাদুনে ব্রহ্মসূত্রের রামানুজভাষ্য-বিষয়ে ক্লাস গ্রহণ।
২৬ নভেম্বর, দেরাদুন ত্যাগ করে সাহারানপুর যাত্রা।
দিল্লী।
১ ডিসেম্বর, দিল্লী হতে খেতড়ির উদ্দেশে ট্রেনে আলোয়ার যাত্রা।
আলোয়ারে রামস্নেহীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। দরিদ্র বৃদ্ধার চাপাটি গ্রহণ।
৯ ডিসেম্বর, জয়পুর থেকে খেতড়ি যাত্রা।

১২ ডিসেম্বর, খেতড়ি থেকে বারো মাইল দূরে বাবাই-এ অভ্যর্থনার জন্য মহারাজ অজিত সিং ও মুন্সী জগমোহনলালের উপস্থিতি।
খেতড়িতে উপস্থিতি ও বিপুল সম্বর্ধনা।
১৭ ডিসেম্বর, স্থানীয় বিদ্যালয়ে সম্বর্ধনা—পারিতোষিক বিতরণ।
২০ ডিসেম্বর, বক্তৃতা। বিষয় : 'বেদান্তবাদ'।
২১ ডিসেম্বর, রাজার সঙ্গে জয়পুর যাত্রা। রাজা-কর্তৃক তিন হাজার টাকা উপহার।
২৪ ডিসেম্বর, জয়পুরে উপস্থিতি।
২৭ ডিসেম্বর, বক্তৃতা।

১৮৯৮ — ১ জানুয়ারি, জয়পুর ত্যাগ।
খাণ্ডোয়ার পথে কিষেণগড়, আজমীর, যোধপুর এবং ইন্দোর প্রভৃতি স্থানের মধ্য দিয়ে গমন।
আনুমানিক তৃতীয় সপ্তাহে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন।
২৮ জানুয়ারি, ভগিনী নিবেদিতার কলকাতায় আগমন। জাহাজঘাটে অভ্যর্থনা।
৩ ফেব্রুয়ারি, বেলুড় মঠের জমির বায়না।
৬ ফেব্রুয়ারি, হাওড়া রামকৃষ্ণপুরে নবগোপাল ঘোষ-প্রতিষ্ঠিত মন্দির উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে উপস্থিতি। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রণামমন্ত্র 'স্থাপকায় চ ধর্মস্য' রচনা।
১৩ ফেব্রুয়ারি, মঠ আলমবাজার থেকে বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানে স্থানান্তরিত।
১৪ ফেব্রুয়ারি, স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে শ্রীমতী ম্যাকলাউড ও শ্রীমতী ওলি বুলের কলকাতা আগমন।
২২ ফেব্রুয়ারি, শ্রীরামকৃষ্ণের তিথিপূজা। 'খণ্ডন ভব বন্ধন' আরাত্রিক সঙ্গীত প্রথম গীত। পঞ্চাশ জন অব্রাহ্মণ ভক্তকে গায়ত্রীমন্ত্র ও উপবীত দান।
২৭ ফেব্রুয়ারি, দক্ষিণেশ্বরের মন্দির কর্তৃপক্ষের আপত্তিতে বেলুড়ের পার্শ্ববর্তী বালীতে পূর্ণচন্দ্র দাঁ-র রাধারমণজীর ঠাকুরবাড়িতে রামকৃষ্ণ জন্মোৎসব পালিত। সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান।
৪ মার্চ, বেলুড় মঠের জমি ক্রয়।
মার্চের প্রথমভাগে, বেলুড় মঠের পুরাতন বাড়ি সংস্কার করে শ্রীমতী ম্যাকলাউড, শ্রীযুক্তা ওলি বুল ও নিবেদিতার সেখানে অবস্থান।
১১ মার্চ, 'স্টার থিয়েটার'-এ নিবেদিতার বক্তৃতাসভায় সভাপতিত্ব।
১৮ মার্চ, 'এমারেল্ড থিয়েটার'-এ স্বামী সারদানন্দের বক্তৃতাসভায় সভাপতিত্ব।
২৫ মার্চ, মার্গারেট নোবলকে নীলাম্বরবাবুর বাগানে মঠ-মন্দিরে ব্রহ্মচর্য-

দীক্ষা ও 'নিবেদিতা' নাম প্রদান।

২৯ মার্চ, স্বামী স্বরূপানন্দ ও স্বামী সুরেশ্বরানন্দকে সন্ন্যাস দান।

৩০ মার্চ, দার্জিলিং-এর পথে কলকাতা ত্যাগ।

তুষারপাত দর্শনের জন্য সন্দুকফু প্রভৃতি স্থানে গমন।

দার্জিলিং প্রত্যাবর্তনের পর জ্বর ও সর্দিকাশি।

এপ্রিল, কলকাতায় প্লেগ মহামারী।

৩ এপ্রিল, দার্জিলিং হিন্দু পাবলিক হল-এ বক্তৃতা। বিষয় : 'হিন্দুধর্ম'।

৩ মে, প্লেগদমনে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কলকাতা প্রত্যাবর্তন।

১১ মে, আলমোড়ার উদ্দেশে কলকাতা ত্যাগ—সঙ্গে স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, স্বামী সদানন্দ, স্বামী স্বরূপানন্দ, শ্রীমতী ওলি বুল, জোসেফিন ম্যাকলাউড, নিবেদিতা ও আমেরিকান কনসাল জেনারেলের স্ত্রী শ্রীমতী প্যাটারসন।

১৩ মে, নৈনিতালে উপস্থিতি।

১৬ মে, নৈনিতাল ত্যাগ।

১৭ মে, আলমোড়ায় উপস্থিতি।

২৫ মে, সীয়াদেবীতে গমন।

২৮ মে, আলমোড়া প্রত্যাবর্তন।

৩০ মে, হিমালয়ে আশ্রম স্থাপনের জন্য স্থান সংগ্রহের চেষ্টায় আলমোড়া ত্যাগ—সঙ্গে মিস্টার ও মিসেস সেভিয়ার।

৫ জুন, আলমোড়া প্রত্যাবর্তন—পওহারীবাবা ও গুডউইনের মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্তি।

১১ জুন, কাশ্মীরের উদ্দেশে আলমোড়া ত্যাগ।

১২ জুন, ভীমতালে।

১৫ জুন, মুরি।

১৮ জুন, শ্রীনগরের উদ্দেশে মুরি ত্যাগ।

ডুলাই ডাকবাংলোয়।

১৯ জুন, বিশ্রামান্তে বারামূলা অভিমুখে যাত্রা।

সন্ধ্যায়, উরি ডাকবাংলোয়।

২২ জুন, শ্রীনগরে—হাউসবোটে।

২৬ জুন, ক্ষীরভবানী।

২৯ জুন, শঙ্করাচার্য-পর্বতের উপরে শিবমন্দির দর্শন।

৪ জুলাই, আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন।

১০ জুলাই, সোনমার্গের পথে অমরনাথ শিবলিঙ্গ দর্শনমানসে কপর্দকহীন ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় যাত্রা।

১৫ জুলাই, তুষারবর্ত্ম ধ্বসে রাস্তা যাওয়ার অযোগ্য হওয়ার জন্য প্রত্যাবর্তন।

১৯ জুলাই, সদলবলে নৌকাযোগে অনন্তনাগ অভিমুখে যাত্রা।

দুপুরে এক জঙ্গলের মধ্যে পাণ্ড্রেস্থান মন্দির আবিষ্কার।

২০ জুলাই, অবন্তীপুরে উপস্থিতি। অসুস্থতা।

২১ জুলাই, বিজবেহার মন্দির।

২২ জুলাই, অনন্তনাগ।

২৩ জুলাই, মার্তণ্ডের ধ্বংসাবশেষ দর্শন।

২৫ জুলাই, আচ্ছাবল। অমরনাথ দর্শনের সঙ্কল্প প্রকাশ—সঙ্গে নিবেদিতা।

২৬ জুলাই, অমরনাথের পথে মার্তণ্ড যাত্রা।

২৭ জুলাই, মার্তণ্ডে রাত্রিযাপন।

২৮ জুলাই, পহলগাঁও।

৩০ জুলাই, চন্দনবাড়ির পথে।

৩১ জুলাই, ওয়াবজানে তাঁবুতে।

১ আগস্ট, পঞ্চতরণী।

২ আগস্ট, অমরনাথ।

৮ আগস্ট, শ্রীনগর প্রত্যাবর্তন।

২০ আগস্ট, মিস্টার ও মিসেস প্যাটারসনের আমন্ত্রণে ডাল হ্রদে।

৩ সেপ্টেম্বর, পুনরায় আচ্ছাবলের পথে যাত্রা।

৫ সেপ্টেম্বর, আচ্ছাবলে।

১০ সেপ্টেম্বর, পুনরায় মার্তণ্ড-মন্দির দর্শনে যাত্রা।

১১ সেপ্টেম্বর, অসুস্থতার জন্য শ্রীনগর প্রত্যাবর্তন।

৩০ সেপ্টেম্বর, ক্ষীরভবানী মন্দিরে নির্জনবাস।

৬ অক্টোবর, শ্রীনগর প্রত্যাবর্তন।

১১ অক্টোবর, বারামূলায়।

১২ অক্টোবর, রাওয়ালপিণ্ডি ও লাহোরের উদ্দেশে যাত্রা। লাহোরে।

১৬ অক্টোবর, কলকাতার উদ্দেশে লাহোর ত্যাগ।

১৮ অক্টোবর, কলকাতায় আগমন।

১৯ ও ২০ অক্টোবর, মঠে হোমক্রিয়া সম্পাদন।

২১, ২২ ও ২৩ অক্টোবর, মঠে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা।

২৭ অক্টোবর, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাক্তার আর. এল. দত্ত-কর্তৃক স্বাস্থ্য পরীক্ষা।

নভেম্বর, মাঝে মাঝে চিকিৎসার জন্য বলরাম বসুর গৃহে অবস্থান।

১২ নভেম্বর, শ্রীশ্রীমা-কর্তৃক মঠের নতুন জমি পরিদর্শন ও শ্রীরামকৃষ্ণের পটপূজা।

১৩ নভেম্বর, শ্রীশ্রীমা-কর্তৃক নিবেদিতার স্কুল উদ্বোধন। অনুষ্ঠানে উপস্থিতি।

৯ ডিসেম্বর, বেলুড় মঠ উদ্বোধন।

১৯ ডিসেম্বর, বৈদ্যনাথধাম (দেওঘর) যাত্রা—সঙ্গে ব্রহ্মচারী

হরেন্দ্রনাথ। দেওঘরে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের আতিথ্যগ্রহণ।
২০ ডিসেম্বর, শ্রীশ্রীমায়ের বেলুড় মঠ পরিদর্শন।

১৮৯৯ — ২ জানুয়ারি, নীলাম্বরবাবুর বাগান থেকে মঠ স্থানান্তরিত।
১৭ জানুয়ারি, অসুস্থতাবৃদ্ধির সংবাদে স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী সদানন্দের দেওঘর যাত্রা।
২২ জানুয়ারি, কলকাতা প্রত্যাবর্তন।
১৯ ফেব্রুয়ারি, নিবেদিতা–সমভিব্যাহারে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।
২৬ ফেব্রুয়ারি, নিবেদিতার বক্তৃতাসভায় উপস্থিতি।
১১ মার্চ, 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার পক্ষ থেকে নিবেদিতা–কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহণ।
১৯ মার্চ, বর্তমান বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধারণ জন্মোৎসবে নিবেদিতার ভাষণ শ্রবণ।
২৫ মার্চ, নিবেদিতাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণীরূপে দীক্ষা দান।
২৮ মার্চ, বাগবাজারে স্বামী যোগানন্দের শরীরত্যাগের সময় উপস্থিতি। পুনরায় স্বাস্থ্যের অবনতি। কবিরাজ–কর্তৃক সমুদ্রযাত্রার নির্দেশ।
২২ এপ্রিল, 'ক্লাসিক থিয়েটার'–এ নিবেদিতার বক্তৃতাসভায় সভাপতিত্ব।
২৬ এপ্রিল, বাগবাজারে গুজরাটী ভক্তদের সম্মুখে হিন্দিতে ভাষণ।
১৭ জুন, মাস্টারমশায়ের (শ্রীম) গৃহে।
১৯ জুন, দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যে যাবার প্রাক্কালে বেলুড় মঠে বিদায় সম্বর্ধনা।
২০ জুন, শ্রীশ্রীমার নিকট মধ্যাহ্নভোজন এবং তাঁর আশীর্বাদ লাভ। পাশ্চাত্য যাত্রা—সঙ্গে নিবেদিতা, স্বামী তুরীয়ানন্দ, সতীশ চক্রবর্তী।
২৪ জুন, মাদ্রাজ থেকে আলাসিঙ্গা সঙ্গী।
২৮ জুন, কলম্বো বন্দরে অবতরণ। আলাসিঙ্গার মাদ্রাজ প্রত্যাবর্তন।
৮ জুলাই, এডেন বন্দরে।
৩১ জুলাই, লন্ডন। বন্দরে অভ্যর্থনায় উপস্থিত : নিবেদিতার মা ও বোন, সিস্টার ক্রিস্টিন, মেরি ফাঙ্কি।
আগস্ট, প্রথমদিকে, উইম্বলডনে।
১৬ আগস্ট, আমেরিকার পথে ট্রেনে গ্লাসগো।
১৭ আগস্ট, 'নুমিডিয়্যান' জাহাজে গ্লাসগো ত্যাগ।
২৮ আগস্ট, নিউইয়র্কে উপস্থিতি।
রিজলি অভিমুখে যাত্রা।
৭ নভেম্বর, রিজলি ত্যাগ করে নিউইয়র্কে।
নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটিতে প্রশ্নোত্তর–আসরে সভাপতিত্ব।
নিউইয়র্কে শ্রীমতী লেগেটের গৃহে অবস্থান।
১০ নভেম্বর, সাধারণ সম্বর্ধনা (বেদান্ত সোসাইটির গ্রন্থাগারে)।

ডাক্তার এগবার্ট গার্নসির গৃহে।

ডাক্তার গার্নসি ও ডাক্তার হেলমারের চিকিৎসাধীন—জ্বর ও সর্দি।

২২ নভেম্বর, নিউইয়র্ক থেকে ক্যালিফোর্নিয়ার উদ্দেশে যাত্রা।

২৩ নভেম্বর, ভক্ত ও অনুরাগিবৃন্দের অনুরোধে শিকাগোয় অবতরণ ও হেল পরিবারে আতিথ্যগ্রহণ।

২৭ নভেম্বর, ওয়ালটন প্লেস ফ্ল্যাটে বৈঠকী বক্তৃতা।

৩০ নভেম্বর, লস অ্যাঞ্জেলসের পথে শিকাগো ত্যাগ।

৩ ডিসেম্বর, লস অ্যাঞ্জেলসে উপস্থিতি। প্রথমে মিস স্পেনসার ও পরে মিসেস এস. কে. ব্লজেটের আতিথ্যগ্রহণ।

৮ ডিসেম্বর, প্রথম বক্তৃতা। বিষয় : 'বেদান্তদর্শন বা ধর্ম হিসাবে হিন্দুধর্ম '।

১২ ডিসেম্বর, ইউনিটি চার্চে সাউথ ক্যালিফোর্নিয়া অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস-এর উদ্যোগে বক্তৃতা। বিষয় : 'ব্রহ্মাণ্ড বা বিশ্ব সম্পর্কে বেদান্তমত'।

১৯ ডিসেম্বর, ব্ল্যানচার্ড হল-এ ক্লাস গ্রহণ।

২১ ও ২২ ডিসেম্বর, লস অ্যাঞ্জেলস 'হোম অব ট্রুথ'-এ ক্লাস গ্রহণ।

২৫ ডিসেম্বর, লস অ্যাঞ্জেলস 'হোম অব ট্রুথ'-এ বক্তৃতা। বিষয় : 'বিশ্বের কাছে খ্রিস্টের বাণী'।

২৬ ডিসেম্বর, উপরোক্ত স্থানে বক্তৃতা।

২৭,২৮,২৯ ও ৩০ ডিসেম্বর, লস অ্যাঞ্জেলস 'হোম অব ট্রুথ'-এ ক্লাস গ্রহণ। বিষয়, যথাক্রমে : 'একাগ্রতার তত্ত্ব', 'একাগ্রতার অভ্যাস', 'প্রাণায়াম' ও 'পুনর্জন্ম'।

১৯০০ — ২ জানুয়ারি থেকে ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত 'পাইন হল'-এ প্রতিদিন সকাল দশটার সময় ক্লাস গ্রহণ।

২ জানুয়ারি সন্ধ্যায়, ব্ল্যানচার্ড ভবনের বক্তৃতা গৃহে ভাষণ। বিষয় : 'ভারতের জনগণ'।

৬ জানুয়ারি সন্ধ্যায়, উপরোক্ত স্থানে ভাষণ। বিষয় : 'ভারতের ইতিহাস'।

৭ জানুয়ারি, দুপুরে 'পাইন হল'-এ ভাষণ। বিষয় : 'বিশ্বের কাছে খ্রিস্টের বাণী'।

৮ জানুয়ারি সন্ধ্যায়, উপরোক্ত স্থানে ভাষণ। বিষয় : 'মনের শক্তি'।

প্যাসাডেনায়। মীড-পরিবারে আতিথ্যগ্রহণ।

গ্যাব্রিয়েল পর্বতমালার লাউ নামক শৃঙ্গে আরোহণ।

১৪ জানুয়ারি, ইকো মাউন্টেন হাউসে বক্তৃতা।

১৫ জানুয়ারি, হোটেল গ্রীনে বৈঠকী বক্তৃতা। বিষয় : 'ভক্তিযোগ বা প্রেমধর্ম'।

১৬ জানুয়ারি, রেড ল্যান্ডস পরিদর্শন।

১৭ জানুয়ারি, গ্রীন হোটেলে বক্তৃতা।

১৮ জানুয়ারি, শেক্সপীয়র ক্লাবে বক্তৃতা। বিষয় : 'ভারতীয় নারী'।

২০ জানুয়ারি, শেক্সপীয়র ক্লাব-কর্তৃক সম্বর্ধনা।

শেক্সপীয়র ক্লাবে বক্তৃতা। বিষয় : 'পারসিক শিল্পকলা'।

২২ জানুয়ারি, শেক্সপীয়র ক্লাবে বক্তৃতা। বিষয় : 'বিশ্বধর্মের আদর্শ'।

২৫ জানুয়ারি, শেক্সপীয়র ক্লাবে বক্তৃতা। বিষয় : 'যোগবিজ্ঞান'।

২৭ জানুয়ারি, শেক্সপীয়র ক্লাবে বক্তৃতা। বিষয় : 'আমার জীবন ও ব্রত'।

২৮ জানুয়ারি, ইউনিভার্সালিস্ট চার্চে বক্তৃতা। বিষয় : 'বিশ্বধর্ম'।

৩০ জানুয়ারি, শেক্সপীয়র ক্লাবে বক্তৃতা। বিষয় : 'আর্যজাতি'।

৩১ জানুয়ারি, শেক্সপীয়র ক্লাবে বক্তৃতা। বিষয় : 'রামায়ণ'।

১ ফেব্রুয়ারি, শেক্সপীয়র ক্লাবে বক্তৃতা। বিষয় : 'মহাভারত'।

২ ফেব্রুয়ারি, শেক্সপীয়র ক্লাবে বক্তৃতা। বিষয় : 'বৌদ্ধভারত'।

৩ ফেব্রুয়ারি, শেক্সপীয়র ক্লাবে বক্তৃতা। বিষয় : 'বিশ্বের মহান আচার্যগণ'।

২২ ফেব্রুয়ারি, সানফ্রানসিস্কোয় উপস্থিতি।

২৩ ফেব্রুয়ারি, গোল্ডেন গেট হল-এ বক্তৃতা। বিষয় : 'বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ'।

২৫ ফেব্রুয়ারি, কংগ্রেস অব রিলিজিয়নস্-এ বক্তৃতা। বিষয় : 'বর্তমান জগতে হিন্দুধর্মের দাবি'।

২৮ ফেব্রুয়ারি, সন্ধ্যায় ওকল্যান্ডের ফার্স্ট ইউনিটেরিয়ান চার্চে বক্তৃতা। বিষয় : 'বেদান্ত ও খ্রিস্টধর্ম '।

মার্চ, প্রায় দৈনিক ক্লাস গ্রহণ।

৪ মার্চ, গোল্ডেন গেট হল-এ বক্তৃতা। বিষয় : 'ধর্মবিজ্ঞান'।

৫ মার্চ, পোস্ট স্ট্রীটে রেডমেনস্ বিল্ডিং-এ বক্তৃতা। বিষয় : 'ভারত ও তার জনগণ'।

৬ মার্চ, উপরোক্ত স্থানে বক্তৃতা। বিষয় : 'ভারতে শিল্পকলা ও বিজ্ঞান'।

৭ মার্চ, ইউনিটেরিয়ান চার্চের ওয়েটে হল-এ বক্তৃতা। বিষয় : 'জীবন ও মৃত্যুর বিধি'।

৮ মার্চ, উপরোক্ত স্থানে বক্তৃতা। বিষয় : 'বিম্ব ও প্রতিবিম্ব'।

৯ মার্চ, পোস্ট স্ট্রীটে রেডমেনস্ বিল্ডিং-এ বক্তৃতা। বিষয় : 'ভারতের আদর্শাবলী'।

১১ মার্চ, ইউনিয়ন স্কোয়ার হল-এ বক্তৃতা। বিষয় : 'বিশ্বের কাছে খ্রিস্টের বাণী'।

১২ মার্চ, ওয়েটে হল-এ বক্তৃতা। বিষয় : 'মুক্তির পথ'।

১৩ মার্চ, রেডমেনস্ বিল্ডিং-এ ওয়াশিংটন হল-এ বক্তৃতা। বিষয় : 'মন—শক্তি ও সম্ভাবনা'।

১৫ মার্চ, উপরোক্ত স্থানে বক্তৃতা। বিষয় : 'মনের উৎকর্ষসাধন'।

১৬ মার্চ, একই স্থানে বক্তৃতা। বিষয় : 'একাগ্রতা'।

১৮ মার্চ, ইউনিয়ন স্কোয়ার হল–এ বক্তৃতা। বিষয় : 'বিশ্বের কাছে বুদ্ধের বাণী'।

১৯ মার্চ, ইউনিটেরিয়ান চার্চের ওয়েটে হল–এ বক্তৃতা। বিষয় : 'ভারতের রীতিনীতি'।

২০ মার্চ, রেডমেনস্ বিল্ডিং–এ ওয়াশিংটন হল–এ বক্তৃতা। বিষয় : 'প্রকৃতি ও মানুষ'।

২৩ মার্চ, উপরোক্ত স্থানে বক্তৃতা। বিষয় : 'আত্মা ও ঈশ্বর'।

২৫ মার্চ, ইউনিয়ন স্কোয়ার হল–এ বক্তৃতা। বিষয় : 'মহম্মদ'।

২৬ মার্চ, ইউনিটেরিয়ান চার্চের ওয়েটে হল–এ বক্তৃতা। বিষয় : 'ভারতের শিল্পকলা ও বিজ্ঞান'।

২৭ মার্চ, রেডমেনস্ বিল্ডিং–এ ওয়াশিংটন হল–এ বক্তৃতা। বিষয় : 'লক্ষ্য'।

২৯ মার্চ, রেডমেনস্ বিল্ডিং–এ ওয়াশিংটন হল–এ বক্তৃতা। বিষয় : 'প্রাণায়াম–বিজ্ঞান'।

৩০ মার্চ, রেডমেনস্ বিল্ডিং–এ ওয়াশিংটন হল–এ বক্তৃতা। বিষয় : 'শিষ্যত্ব'।

এপ্রিল, টার্ক স্ট্রীট ফ্ল্যাটে প্রথম সপ্তাহে দৈনিক ক্লাস গ্রহণ।

১ এপ্রিল, ইউনিয়ন স্কোয়ার হল–এ বক্তৃতা। বিষয় : 'কৃষ্ণ ও তাঁর বাণী'।

২ এপ্রিল, ইউনিটেরিয়ান চার্চের ওয়েটে হল–এ বক্তৃতা। বিষয় : 'ভারতের আদর্শাবলী'।

৩ এপ্রিল, রেডমেনস্ বিল্ডিং–এ ওয়াশিংটন হল–এ বক্তৃতা। বিষয় : 'ধ্যান'।

৫ এপ্রিল উপরোক্ত স্থানে বক্তৃতা। বিষয় : 'কার্যপরিণত ধর্ম : প্রাণায়াম ও ধ্যান'।

৮ এপ্রিল, ইউনিয়ন স্কোয়ার হল–এ বক্তৃতা। বিষয় : 'বেদান্ত কি ভবিষ্যতের ধর্ম ?'

৯ এপ্রিল, রেডমেনস্ বিল্ডিং–এ ওয়াশিংটন হল–এ বক্তৃতা। বিষয় : 'উপাসক ও উপাস্য'।

১০ এপ্রিল, উপরোক্ত স্থানে বক্তৃতা। বিষয় : 'বৈধীপূজা'।

১১ এপ্রিল, সানফ্রানসিস্কো থেকে অ্যালামেডা শহরে। 'হোম অব ট্রুথ'–এ অবস্থান।

ঐ দিনই টাকার হল–এ বক্তৃতা। বিষয় : 'মানুষের চরম নিয়তি'।

১২ এপ্রিল, রেডমেনস্ বিল্ডিং–এ ওয়াশিংটন হল–এ বক্তৃতা। বিষয় : 'ভগবত প্রেম'।

১৩ এপ্রিল, টাকার হল–এ বক্তৃতা। বিষয় : 'রাজযোগ'।

১৪ এপ্রিল, সানফ্রানসিস্কোতে বেদান্ত সমিতি স্থাপন।

১৬ এপ্রিল, উপরোক্ত স্থানে বক্তৃতা । বিষয় : 'একাগ্রতা ও প্রাণায়াম'।

১৮ এপ্রিল, একই স্থানে বক্তৃতা। বিষয় : 'ধর্মসাধনা'।

২ মে, ক্যাম্প টেলর–এ বিশ্রাম।

১৬ বা ১৭ মে, সানফ্রানসিস্কো প্রত্যাবর্তন। স্বীয় শিষ্য ডাক্তার মিলবার্ন এইচ. লোগানের আতিথ্যগ্রহণ।

২৪ মে, ৬ নং গ্রীয়ারী স্ট্রীটে ডাক্তার লোগানের অফিস–বাড়িতে বক্তৃতা। বিষয় : 'ভগবদ্‌গীতা'।

২৬ মে, ডাক্তার লোগানের বাসভবনের হলঘরে বক্তৃতা। বিষয় : 'ভগবদ্‌গীতা'।

২৮ মে, উপরোক্ত স্থানে বক্তৃতা। বিষয় : 'ভগবদ্‌গীতা'।

২৯ মে, একই স্থানে বক্তৃতা। বিষয় : 'ভগবদ্‌গীতা'।

৩০ মে, ইস্টকোস্ট অভিমুখে যাত্রা।

শিকাগোয়। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য চারদিন যাত্রাবিরতি ।

৭ জুন, নিউইয়র্কে আগমন । 'বেদান্ত সোসাইটি'তে অবস্থান।

৯ জুন, সকালে ক্লাস গ্রহণ। বিষয় : 'ভগবদ্‌গীতা'।

১০ জুন, বেদান্ত সোসাইটিতে বক্তৃতা। বিষয় : 'বেদান্তদর্শন'।

১২ জুন, সম্বর্ধনালাভ।

১৬ জুন, বেদান্ত সোসাইটিতে ক্লাস গ্রহণ। বিষয় : 'ভগবদ্‌গীতা'।

১৭ জুন, একই স্থানে বক্তৃতা। বিষয় : 'ধর্ম কী ?'

২৩ জুন, একই স্থানে ক্লাস গ্রহণ। বিষয় : 'ভগবদ্‌গীতা'।

২৪ জুন, একই স্থানে বক্তৃতা। বিষয় : 'মাতৃপূজা'।

৩০ জুন সকালে, একই স্থানে ক্লাস গ্রহণ। বিষয় : 'ভগবদ্‌গীতা'।

১ জুলাই, একই স্থানে বক্তৃতা। বিষয় : 'ধর্মের উৎস'।

৩ জুলাই , ডেট্রয়েট অভিমুখে যাত্রা।

ডেট্রয়েটে সিস্টার ক্রিস্টিনের আতিথ্যগ্রহণ।

১০ জুলাই, নিউইয়র্ক প্রত্যাবর্তন। বেদান্ত সোসাইটিতে অবস্থান।

রামকৃষ্ণ মিশনের 'সীলমোহর'–পরিকল্পনা।

২৬ জুলাই, ফ্রান্স অভিমুখে যাত্রা।

৩ আগস্ট, লে হ্যাবর–এ উপস্থিতি। ট্রেনে প্যারিস যাত্রা। প্রথমে এম. জেরাল্ড নোবল এবং পরে মিস্টার ও মিসেস লেগেটের আতিথ্যগ্রহণ। কয়েকদিন পরে জুল বোয়া–র আতিথ্যগ্রহণ।

২৪ আগস্ট, লেগেটের গৃহে বক্তৃতা। বিষয় : 'হিন্দুদের ধর্ম ও দর্শন'।

৩—৮ সেপ্টেম্বর, কংগ্রেস অব দি হিস্ট্রি অব রিলিজিয়নস্ সভা। প্রায় অধিবেশনে উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও অসুস্থতার জন্য দুইটি ভাষণ দান।

১৭ সেপ্টেম্বর, মিসেস ওলি বুলের নিমন্ত্রণে ব্রিটানি প্রদেশের অন্তর্গত পেরো গাইরেক নামক গ্রামে বিশ্রামের জন্য গমন।

৩০ সেপ্টেম্বর, প্যারিস প্রত্যাবর্তন।

২৪ অক্টোবর, প্যারিস পরিত্যাগ।

২৫ অক্টোবর, ভিয়েনায় উপস্থিতি।
২৮ অক্টোবর, কনস্টান্টিনোপল-এর পথে।
৩০ অক্টোবর,কনস্টান্টিনোপল-এ ।
স্কুটারিতে পেয়র হিয়াসান্থ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ।
২ নভেম্বর, স্কুটারিতে অবস্থিত 'আমেরিকান কলেজ ফর গার্লস্' নামক এক মহাবিদ্যালয়ে বক্তৃতা। বিষয় : 'হিন্দুধর্ম'।
আনুমানিক ৮ নভেম্বর, এথেন্স-এর পথে।
কায়রো।
২৬ নভেম্বর, ভারত যাত্রা।
৬ ডিসেম্বর, বোম্বাই-এ উপস্থিতি।
৯ ডিসেম্বর, বেলুড় মঠে।
ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্তি।
২৭ ডিসেম্বর, মায়াবতীর পথে কলকাতা ত্যাগ।
২৯ ডিসেম্বর, কাঠগোদামে উপস্থিতি। লালা গেবিন্দ শাহ্-কর্তৃক অভ্যর্থনা।
৩০ ডিসেম্বর, মায়াবতীর পথে ভীমতালে মধ্যাহ্নভোজন।
ঢারী নামক স্থানে ডাকবাংলোয় রাত্রিযাপন।
৩১ ডিসেম্বর, পৌরহাপানীতে দোকানে রাত্রিযাপন।

১৯০১ — ১ জানুয়ারি, মৌরনল্লা ডাকবাংলোয় রাত্রিযাপন।
২ জানুয়ারি, ধুনাঘাটের ডাকবাংলোয় অবস্থান।
৩ জানুয়ারি, মায়াবতীতে উপস্থিতি।
৫ জানুয়ারি, স্বামী স্বরূপানন্দের কাছে মায়াবতী আশ্রমের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বর্ণনা।
১৮ জানুয়ারি, মায়াবতী ত্যাগ।
চম্পাবত ডাকবাংলোয় রাত্রিযাপন।
১৯ জানুয়ারি, দেউড়িতে রাত্রিযাপন।
২১ জানুয়ারি, পিলিভিত-এ আগমন।
খেতড়িরাজের মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্তি।
২৪ জানুয়ারি, বেলুড় মঠে উপস্থিতি।
২৭ জানুয়ারি, বেলুড় এম. ই. স্কুলের পারিতোষিক বিতরণসভায় সভাপতিত্ব।
৩০ জানুয়ারি, মঠের ট্রাস্ট ডীড সম্পন্ন।
৬ ফেব্রুয়ারি, ট্রাস্ট ডীড রেজিস্ট্রীকৃত।
১০ ফেব্রুয়ারি, মঠের ট্রাস্টীগণের অনুমোদনক্রমে স্বামী ব্রহ্মানন্দ বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ ও স্বামী সারদানন্দ সম্পাদক নির্বাচিত।
১৭ ফেব্রুয়ারি, জুল বোয়া-র মঠে আগমন ও সাদর অভ্যর্থনা।
২৪ ফেব্রুয়ারি, বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবে ভক্তগণকে সাদর অভ্যর্থনা।

১৮ মার্চ, পূর্ববঙ্গ যাত্রা। সঙ্গে সন্ন্যাসিশিষ্যগণ।
১৯ মার্চ, ঢাকায় উপস্থিতি।
৩০ মার্চ, ঢাকা জগন্নাথ কলেজে বক্তৃতা। বিষয় : 'আমি কী শিখেছি'।
৩১ মার্চ, পগোজ স্কুলের সন্নিহিত উন্মুক্ত ময়দানে বক্তৃতা। বিষয় : 'যে ধর্মে আমরা জন্মেছি'।
দেওভোগে নাগমহাশয়ের গৃহে।
৫ এপ্রিল, চন্দ্রনাথ মন্দিরের পথে ঢাকা ত্যাগ।
কামাখ্যা দর্শন।
গোয়ালপাড়া।
গৌহাটিতে তিনটি বক্তৃতাদান।
শারীরিক অবস্থার ক্রমাবনতি শিলং-এ ।
স্যার হেনরি কটনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।
বক্তৃতাদান।
১২ মে, বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তন ।
স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি।
৭ আগস্ট, দার্জিলিং যাত্রা।
শেষ সপ্তাহে কলকাতা প্রত্যাবর্তন।
স্বাস্থ্যের কারণে জাপান যাওয়ার আমন্ত্রণ ত্যাগ।
১৮ অক্টোবর, মঠে প্রতিমাতে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা। শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতি। জ্বরাক্রান্ত।
১৯ অক্টোবর, অষ্টমীপূজার দিন শরীর কিছু সুস্থ এবং অঞ্জলি প্রদান।
নবমী পূজার রাত্রে ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন।
শারীরিক অবস্থার অবনতি। ডাক্তার স্যানডার্সের চিকিৎসা ।
মঠে প্রতিমাতে লক্ষ্মী ও কালী পূজা।
গর্ভধারিণী মাতার ইচ্ছা পূরণার্থে কালীঘাট মন্দিরে গমন।
নভেম্বর, সিমলায় নিজ বাড়িতে জগদ্ধাত্রীপূজা ও সমগ্র অনুষ্ঠান তত্ত্বাবধান।
২৩ ডিসেম্বর, কলকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশন।
বালগঙ্গাধর তিলকের মঠে আগমন। সাদরে গ্রহণ।
মহাত্মা গান্ধীর মঠে আগমন। অনুপস্থিতির জন্য সাক্ষাৎ হয়নি।

১৯০২ — ৬ জানুয়ারি, ম্যাকলাউডের সঙ্গে ওকাকুরা ও হোরির আগমন।
ওকাকুরার সঙ্গে কথোপকথন।
ওকাকুরা ও হোরির মঠে অবস্থান।
২৭ জানুয়ারি, ম্যাকলাউড ও ওকাকুরার সঙ্গে বুদ্ধগয়া গমন।
ফেব্রুয়ারি, এক সপ্তাহ অবস্থানের পর বারাণসী গমন। শারীরিক অবস্থার ক্রমাবনতি।
৮ মার্চ, বেলুড় মঠ প্রত্যাবর্তন।

৯ মার্চ, ওকাকুরার মঠে আগমন এবং সাক্ষাৎ।

১১ মার্চ, শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব।

১৬ মার্চ, সাধারণ উৎসব। অসুস্থতার জন্য উৎসবে যোগদানে অপারগ।

২ এপ্রিল, ওকাকুরার সঙ্গে জাপানী বুদ্ধমন্দিরের পুরোহিত শ্রীযুক্ত ওডার মঠে আগমন এবং বিশ্বধর্মমহাসভায় যোগদানের অনুরোধ ।

৬ জুন, শিষ্যা মৃণালিনী বসুর আন্তরিক অনুরোধে তাঁর নদীয়া জেলার বারাজাগুলি-র গৃহে গমন।

১২ জুন, এক সপ্তাহ অবস্থানের পর বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তন।

১৫ জুন, সখারাম গণেশ দেউস্করের মঠে আগমন এবং একটি সভায় সভাপতিত্বের অনুরোধ—কিন্তু স্বাস্থ্যের কারণে প্রত্যাখ্যান ।

১৯ জুন, স্বীয় জননীকে দর্শনার্থে কলকাতা গমন।

২৮ জুন, নিবেদিতার বোসপাড়া লেনের আবাসে উপস্থিতি।

২৯ জুন, নিবেদিতার মঠে আগমন। সারাদিন বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা।

২ জুলাই, (একাদশী) নিবেদিতাকে স্বহস্তে আহার্য দান এবং স্বয়ং যিশুর মতো আহারান্তে হস্ত প্রক্ষালনের জন্য জলদান ও তোয়ালের দ্বারা হস্তমার্জনা।

৪ জুলাই, গুরুভাই ও শিষ্যদের সঙ্গে একত্রে অন্নগ্রহণ। পরদিন কালীপূজার নির্দেশ। দুপুরে ব্রহ্মচারীদের ক্লাসগ্রহণ। বিকালে স্বামী প্রেমানন্দের সঙ্গে বেলুড় বাজার পর্যন্ত পরিভ্রমণ। সন্ধ্যায় ধ্যান। রাত্রি নটায় মহাসমাধি।